নীতি-গাথা।

প্রথম ভাগ।

১ম — ৩য় ভাগ

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন প্রণীত।

Published by M. M. Mozumdar & Co.
63, *College Street, Calcutta.*
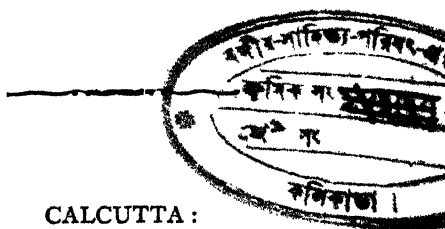
CALCUTTA:
Printed by K. C. DATTA, *Brahmo Mission Press,*
211, Cornwallis Street.

1894.

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

পূজ্যপাদ মাতুল

শ্রীযুক্ত হরকুমার দাসগুপ্ত মুন্‌সেফ মহাশয়ের

চরণ-পঙ্কজে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

CONTENTS.

নীতি-গাথা

প্রথম ভাগ।

ঊষা।
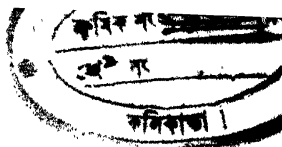
আলোক দিয়াছে দেখা, আঁধার লুকায়,
জাগিয়া দেখরে শিশু রজনী পোহায়!
গাছে বসি পাখী সব ডাকিয়া উঠিল,
'রাত্ যায়, দিন আসে' কহিতে লাগিল।
ধীরে ধীরে বহিতেছে শীতল সমীর,
তিলেক পরশে তার জুড়ায় শরীর।
পূবে রবি, রাঙ্গা ছবি, উদিত হইল,
সোণার কিরণে তার সংসার ছাইল।
বনে বনে শোভা পায় কত ফুল ফল,
টুব্ টাব্ পড়িতেছে শিশিরের জল।
এমন সময়ে শিশু মেলরে নয়ন,
চেয়ে দেখ চরাচর পুলকে মগন।

পাখী।

রাতি পোহাইল, জগত জাগিল,
কোলাহল শোন কত,
ছাড়িয়া কুলায়, পাখিগণ গায়,
সুকণ্ঠে মনের মত।
উড়িয়া উড়িয়া, আকাশে ঘুরিয়া
কি গান তাহারা গায়?
বিমল ঊষায় কেন বা বেড়ায়
মধুর মলয় বায়?
শোন শিশুগণ কেন এ কূজন
বিহগ নিয়ত করে,
প্রভাতে জাগিয়া, কি সুখে মাতিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া মরে;
ভোরের সময়, মধুর মলয়
ধীরে ধীরে যবে ব'য়।
করিলে সেবন জুড়ায় জীবন,
পরাণ শীতল হয়।
চারিদিকে শোভা দেখি মনোলোভা,
কি সুখ হৃদয়ে জাগে,

জানে সেইজন, প্রভাতে যেজন
জাগে সকলের আগে।
যাহারা অলস, ঘুমেতে অবশ
শুয়ে বিছানায় থাকে,
বুঝে না কখন কি সুখে এমন
পাখিগণ ভোরে ডাকে।

পিপীলিকা।

সারি সারি চলি যায় পিপীলিকা যত,
রাজ পথে লোক যেন যায় শত শত।
চুপি চুপি আজ এত কোথা ওরা যায়?
খাবার সন্ধান বুঝি পেয়েছে কোথায়।
ক্ষুদ্ কণা কিছু তারা নাহি ঘৃণা করে,
পাইলে অমনি তাহা নিয়ে যায় ঘরে।
এক ঘরে থাকে কত পিপীলিকা শত,
ঝগড়া বিবাদ নাহি করে কোন মত।
কত পরিশ্রমে রাখে করিয়া সঞ্চয়
ছ' মাসে খাবার, শীতে বাহির না হয়।

নিশি দিন সুখে তারা তখন কাটায়,
কোন দুঃখ নাহি পায় পেটের জ্বালায়।
সময় থাকিতে শিশু তুমিও এখন
করি রাখ সযতনে বিদ্যা উপার্জ্জন।
জীবনের শেষ ভাগ সুখে যাবে তবে,
কোন দিন কোন দুঃখ সহিতে না হবে

ক্রোধ।

সুরেশ রাগেতে অন্ধ জানি চিরকাল,
অকারণ কত শত ঘটায় জঞ্জাল।
কোন কথা না হইলে তার মনোমত,
খপ্ করি জ্বলি উঠে আগুনের মত।
সে দিন এমনি রাগে অধীর হইয়া,
সুরেশ গর্জ্জিতেছিল বিরলে বসিয়া!
এমন সময়ে তার ছোট সহোদর
সমুখে রাখিয়া গেল দর্পণ সুন্দর।
দূর হ'তে বলে "দাদা দেখ একবার
কি সুন্দর মুখখানি হ'য়েছে তোমার।"

বিমল মুকুরে দেখি ছবি আপনার
লাজে হেট হ'ল মুখ অমনি তাহার।
রোষবশে হয় লোক পশুর সমান
পদে পদে কত আহা! পায় অপমান।

শেফালিকা।

পাতায় পাতায়, কি সুন্দর হায়
ফুটেছে শেফালি কলি,
উঠিলে ফুটিয়া, ঝরিয়া ঝরিয়া
ভূমিতে পড়িবে ঢলি।
সকলে তখন, পুলকিত মন
তুলিয়া ভরিবে ডালা,
কত সমাদরে, কণ্ঠের উপরে
রাখিবে গাঁথিয়া মালা।
গুণী গণ যত, হ'য়ে অবনত
পদতলে চায় স্থান,
তাতেই সবার বিনয়ে অপার
হয় শির শোভমান।

পঙ্কজ।

পঙ্কেতে জনম বলে সকলে তোমার
পঙ্কজ দিয়াছে নাম করিয়া বিচার।
নীচ হ'য়ে গুণে তুমি পাও সমাদর,
বিকশি সবার কর প্রফুল্ল অন্তর।
নীচ হ'য়ে যদি শিশু বড় হ'তে চাও
পঙ্কজের কাছে তবে উপদেশ লও।

ছেলের খেলা।

শিশু—দেখ মা খোকার সনে কেমন সুন্দর
খেলিছে নির্ভয়ে এক পাখী মনোহর!
বার বার নেচে নেচে চপল চরণে,
ছুটে আসে ছুটে যায় পুলকিত মনে।
ওই দেখ হাতে আসি বসিল তাহার,
কি যেন ঠোঁটেতে তুলি খাইছে খাবার।
ভাল বাসে পাখী বড় খোকারে তোমার
তাই এত খেলে আসি নিকটে উহার।

আমাকে দেখিলে কিন্তু উড়িয়া পালায়,
কেন মা এমন ঘটে বলনা আমায়?
কত সাধ যায় মাগো! বলিব কেমনে
পিঞ্জরে রাখিয়া পাখী পুষিতে যতনে।
মা—তাই বাছা কাছে পাখি আসে না তোমার
করে দূরে প্রাণ ভয়ে সতত বিহার।
বনের বিহগ ধরে স্বাধীন জীবন,
তুমি তারে পিঞ্জরেতে করিবে বন্ধন!
পরের পীড়ন ইচ্ছা থাকিলে তোমার
কেমনে পরের স্নেহ পাবে তুমি আর?
সংসারের রীতি এই, যাহারে যেমন
দেখিবে, দেখিবে সেও তোমারে তেমন!
আমাদের খোকা দেখ কেমন সরল,
কোন দিন ভাবে নাকো কারো অমঙ্গল।
বনের পাখী ও তাই স্নেহেতে তাহার
করে কত কাছে কাছে সতত বিহার!

সরলতা।

সরলের ত্রিভুবন, বশীভূত অনুক্ষণ
কপটের মুখপানে, কেও ফিরি চায় না ;
শিশুর বিমল হাসি, তাই এত ভাল বাসি ;
কুটিলের কূট চক্রে মন কভু চায় না।
ভাবে সে সংসারময়, আপনার সমুদয়,
তাই তারে কেও আর ছেড়ে যেতে চায় না।
একটু লইলে কোলে, কি বলে মধুর বোলে,
কি যেন সে চায় কিন্তু চাহিয়াও পায় না।
তার বুঝি সাধ হয়, আত্ম-পর ভুলে রয়,
ভাল বাসে সকলেই অকপট হইয়া ;
মানুষ শুনে না কথা, তাই পায় শত ব্যথা,
শিশুর কোমল প্রাণ কাঁদে তাহা দেখিয়া।

কলহ।

রাখাল দুজন, করে গোচারণ
সুদূর প্রান্তর মাঝে ;

হাসে নাচে গায়, ছুটিয়া বেড়ায়
যে যাহার নিজ কাজে।
আসিয়া তখন, পান্থ একজন
বলিল তাদের কাছে,
"দেখগে সেথায়, পড়িয়া কাদায়
রজ্জু কার রহিয়াছে।"
শুনিয়া তখন, একত্র দুজন
ছুটি গেল শীঘ্র-গতি,
পথিক দাঁড়ায়ে, দেখিল তাকায়ে
কোন্দল বাধিল অতি।
এ বলে 'আমার', সে বলে তাহার
উভে টানাটানি করে,
সহসা সে দড়ি, গেল আহা! ছিঁড়ি
উলটি দুজনে পড়ে।
পঙ্কে নিমগন, দেখিয়া তখন
পথিক দোঁহারে কয়,
ঝগড়া কলহে, নিয়ত যে রহে,
এ দশা তাহারি হয়।
কর্দ্দমে মগন, থাকে সদাক্ষণ
ভূমে গড়াগড়ি যায়,

যাতনাই সার, কপালে তাহার
ধিক সে জীবনে হায়।

নক্ষত্র।

বল দেখি ঝিকি মিকি আকাশে কি ভাসে
নীল জলে ফুটি যেন পদ্ম ফুল হাসে।
এক, দুই—গুণিয়া না শেষ করা যায়,
জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি আকাশের গায়।
আকাশের শত চক্ষু চেয়ে আছে কারে ?
ওমা ! ওকি ! তারা দেখি দেখিছে আমারে !
যেথা যাই সেথা ওরা চেয়ে থাকে কেন ?
কাঁপে প্রাণ থর থর করেছি কি হেন ?
শোন শিশু, তারা গণ—বিভুর নয়ন
চেয়ে আছে পাপ কাজ করে কে কখন।
দূর হ'তে দেখ বলি এত ছোট লাগে
রবির সমান ওরা, নিশিদিন জাগে।
আছেন সকল স্থানে বিভু বিদ্যমান,
অন্যায় করোনা কিছু হও সাবধান।

আকাশ।

বল দেখি কত বড় নীলাকাশ অই?
বল দিকে চারিদিকে সীমা তার কই?
বল দেখি কত উচ্চে থাকি গ্রহ তারা
নিশিদিন আমাদেরে দিতেছে পাহারা?
সাদা সাদা মেঘগুলি আকাশেতে ভাসে,
সাগরেতে যেন ঢেউ উঠেছে বাতাসে।
বল দেখি কে তাদের করিল সৃজন
এত বড়, এত উচ্চ, সুন্দর এমন?
কত বড় সে পুরুষ, ভাব শিশু মনে,
কর শত প্রণিপাত তাঁহার চরণে।

মা।

কিরণ—দেখ ভাই মা আমায় কত ভাল বাসে
মনে হ'লে স্নেহ তাঁর চোখে জল আসে।
উঠিতে বসিতে আহা! আমি বিনা আর
নাই যেন এ সংসারে কোন চিন্তা তাঁর।

আমার সুখের লাগি দিন রাত কত
দুঃখ তাপ শোচনীয় সহে অবিরত।
তিলেক দেখিলে মোর নয়নের জল,
পাগলিনী হ'য়ে যায় কাঁদিয়া বিভল।
আরাম ব্যারাম নাই মরণের ভয়,
কেবল ভাবেন ছেলে কিসে সুখে রয়;
তিলেক ছাড়িয়া তারে যদি যাই দূরে
কেঁদে কেঁদে অভাগিনী ফিরে ঘুরে ঘুরে।
সে দিন—শুনিলে তুমি হইবে অবাক,
সহসা ঘটিয়াছিল বিষম বিপাক।
খেলিতে খেলিতে আমি ছেলেদের সনে
সে পাড়ায় গিয়াছিনু পুলকিত মনে।
দুপুর হইল বেলা, ফিরিবারে আর
ছিল না খেলার বসে স্মরণ আমার।
চারিদিকে হুলস্থূল পড়িল ব্যাপার,
খুঁজিয়া আমায় কেউ না পাইল আর।
সাঁঝের সময় আমি ধীরে ধীরে ধীরে
তিলেক শঙ্কিত চিত্ত গেনু ঘরে ফিরে।
দেখিলাম মা আমার দারুণ ব্যথায়
মাটীতে পড়িয়া কত গড়াগড়ি যায়।

অনাহারে হাহাকারে গেছে সারাদিন
অবশ হইয়া তাই আছে ভূমে লীন।
মা বলিয়া ডাকি তারে জাগানু যখন,
অমনি উঠিয়া শত করিল চুম্বন।
বল দেখি এ জগতে মায়ের মতন
কে কারে পরাণ দিয়া করেন পালন ?
সুবোধ—ব'লনা রে আর ভাই ব'লনা আমায়
আমি তো জনম দুঃখী সুখের ধরায়।
জনমি মাটীতে আমি পড়িনু যখন,
জননী মুদিল আঁখি জন্মের মতন।
সে অবধি সুখ শান্তি গিয়াছে আমার
মা বলিতে এ সংসারে কেহ নাই আর।
নিরাশ্রয় পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াই,
আমার বলিতে আর কেহ মোর নাই।
ক্ষুধায় আকুল হ'য়ে কাঁদিলে কখন
কাছে আসি কেও নাহি সুধায় বচন।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি যামিনী কাটাই,
বিরলে বসিয়া কত দুঃখ গান গাই।
দেখিয়া না দেখে কেও শুনিয়া না শোনে,
নিশি দিন পুড়ে মরি মনের আগুনে।

তাই তাই ব'লনারে আমার গোচরে
জননীর কত স্নেহ সন্তানের তরে।
কিরণ—বড় দুঃখী তুমি তবে জানিলাম ভাই
তোমার মতন দুঃখী কভু দেখি নাই।
শুনিলে কাহিনী তব হৃদয় বিদরে
কেমনে যাতনা বল দিব দূর করে ?
চল যাই—মা আমার স্নেহের সাগর,
দেখিলে তোমারে কত করিবে আদর।
তুমিও মা বলি তারে ডেকো সদাক্ষণ,
জননী যতনে দোহে করিবে পালন।
তোমাতে আমাতে হ'বে সম্বন্ধ নূতন,
তুমি দাদা, আমি ভাই আদরের ধন।

খেলা।

লেখা পড়া শেষ করে, যে বালক খেলা করে
কেও তাতে অসন্তুষ্ট নয়,
যে মানুষ রীতিমত অঙ্গ চালনায় রত,
কোন পীড়া নাহি তার হয়।

নির্দ্দোষ আমোদে মন থাকে যদি নিমগন
শেষ করি কার্য্য আপনার,
কাহার কি ক্ষতি তায় ? দেখো, যেন সে খেলায়
অলসতা না করে সঞ্চার।
সারাদিন কাজে থেকে, মন আঁখি বেঁধে রেখে,
অবসন্ন হয়ে যায় নর,
মাঝে মাঝে শুধু তাই, আমোদ প্রমোদ চাই
তদভাবে কষ্ট ভয়ঙ্কর !
ব্যায়ামে দু'কাজ হয়; অন্তর প্রফুল্ল রয়,
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ধারা বহে,
সুবোধ বালকগণ, করি পাঠ সমাপন
সতর্কে ব্যায়ামে রত রহে।

নিষ্ঠুরতা।

পরেশ বড়ই দুষ্ট, কত কষ্ট তায়
আপনার দোষে আহা! আপনিই পায়!
কারো কোন উপদেশ না করে শ্রবণ
যখন যা ইচ্ছা, করে তাহাই তখন।

সেদিন পাখীর ছানা আনি কতগুলি
মারিল কেমন আহা দয়া মায়া ভুলি।
আজিও মায়ের কথা করি অবহেলা
গেল খেলিবারে পুনঃ সে নিঠুর খেলা।
দূরে, মাঠে কোন এক উচ্চ তরু ছিল
পরেশ পাখীর শব্দ সেখানে শুনিল।
পুলকে করিতে পাখী পিঞ্জরে বন্ধন
করিল সে উচ্চ গাছে সুখে আরোহণ।
তার পর যেই দুষ্ট কুলায় মাঝারে
মুখ বাড়াইয়া গেল পাখী দেখিবারে,
সহসা করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া
পড়িল মাটিতে নীচে জ্ঞান হারাইয়া।
বাজ পাখী ছিল সেই কুলায় ভিতরে ;
তাই সে আপন ছানা রক্ষণের তরে
সুবিশাল দুই চঞ্চু করিয়া বিস্তার
বিঁধিল বিষম আহা! নয়নে তাহার!
পরের পীড়নে যারা অনর্থক যায়
এমনি তাদের ঘটে দুর্দ্দশা ধরায়।

সন্তুষ্ট।

কেও কিছু সমাদরে দেয় যদি হাতে ধরে
অমনি তা করিও গ্রহণ ;
সামান্য জিনিস বলি যেওনা ঘৃণায় ফেলি
কারো মনে দিওনা বেদন।
যখন যে ভাবে থাক পরিতুষ্ট সদা থাক
অসন্তোষে দুঃখ পায় নর ;
সন্তোষ মনেতে যার সদা সুখ থাকে তার
কোন দুখে না হয় কাতর।

তোমার শ্রদ্ধার পাত্র কে ?

ভাল হ'তে যে তোমায় বলেন নিয়ত
কুকাজ করিলে বলে কটুকথা কত ;
দিন রাত্ রাখে চোখ তোমার উপর
উপদেশ দেন কত পেলে অবসর,
ভাল যদি কর কিছু, ডাকিয়া তোমায়
না বলিয়া কিছু শুধু আদর দেখায় ;

তোমার উন্নতি হ'লে পরাণে যাঁহার
কত সুখ সমুদয় হয় অনিবার,
জানিও হে শিশু তুমি, তিনি একজন
তোমার পরমবন্ধু শ্রদ্ধার ভাজন।

মশা ও মাছি।

মশা।—

ওহে মাছি! ভন্ ভন্ কহিছ কি অনুক্ষণ
তোষামোদ করিছ কাহায়?
ডাক্ শুনে কাণে হাত দেয় সবে দিনরাত্
তবু কেন ডেকে মর হায়!
কাপুরুষ তুমি বড় তাই এত সহ্য কর
দেয় পরে যত অপমান,
দিন রাত ভন্ ভন্ কর শুধু অকারণ,
নাহি দুঃখ রাখিবার স্থান।
অপমানে প্রাণপণ বল দেখি কয়জন
করে ভবে আমার মতন,

বিঁধি হুল সূচিকণ দেয় পরে জ্বালাতন
করে রক্ত সুখেতে শোষণ ?
মানুষের রক্ত পিয়া পরিতুষ্ট রাখি হিয়া,
আমি বীর জীবের প্রধান,
কাপুরুষ দেখি যারে করি ঘৃণা সদা তারে
সহিছ কেমনে অপমান ?

মাছি।—

শুনিয়া তোমার কথা, পাইলাম বড় ব্যথা
হাসি ও রাখিতে নারি আর,
চাপড়ে কাঁপর যার সাজে কিহে এত তার
অনর্থক মিছা অহঙ্কার।

কুকুর।

কুকুরের প্রভুভক্তি দেখিলে নিশ্চয়
সকলের মনে কত জনমে বিস্ময়।
এক মুষ্টি অন্ন দিলে অন্তরে তাহার
হয় কত কৃতজ্ঞতা, ভক্তির সঞ্চার।
করিলে সে উপকার পাশরিতে নারে
সতত প্রহরী জাগে প্রভুর দুয়ারে।

পাইলে আদর কিছু অমনি তাহার
লাঙ্গুল নাড়িতে থাকে আনন্দে অপার।
দেও যদি শত ব্যথা তবুও তাহার
প্রভু ভক্তি টলিবে না, করিবে চীৎকার।
প্রভুর পশ্চাতে সদা থাকিবারে চায়
যেখানে যাইবে প্রভু সেখানেই যায়।
যখনি প্রভুকে দেখে তখনি তাহার
হয় প্রাণে কত যেন সুখের সঞ্চার।
সামান্য পশুর প্রাণে এত ভক্তি আছে ?
কৃতজ্ঞতা শিখ শিশু কুকুরের কাছে।

গুরুজন।

বয়সে অধিক যিনি পূজনীয় সদা তিনি
করি মান্য চলিও তাহায় ;
যে বালক দর্প ভরে বয়োধিকে তুচ্ছ করে
জীবনে সে কত কষ্ট পায় !

লোভ।

শূন্য ঘর পড়ে আছে দেখে একদিন
দুরন্ত বালক এক বিবেচনা হীন,
লোভে পড়ি বারম্বার দেখিল তথায়
খুঁজিয়া খাবার কিছু পায় কি না পায় ;
এখানে ওখানে কত করিল সন্ধান
কিছু না পাইয়া দুষ্ট হ'ল ম্রিয়মাণ ;
অবশেষে এক কোণে দেখিল চাহিয়া
সন্দেশের ভাঙ্গা হাঁড়ী রয়েছে পড়িয়া।
ভিতরে রয়েছে কিছু অনুমানে হায়
যেই দুষ্ট দুই হাত বাড়াইল তায়,
দেখিতে দেখিতে এক ভুজঙ্গ ভীষণ
বিস্তারিয়া কালফণা করিল দংশন ;
বালক কাতর হ'য়ে করিল চীৎকার
ঘরে আসি দেখে সবে ভীষণ ব্যাপার ;
এক দিকে চলে যায় ধীরে ধীরে অরি,
বালক পড়িয়া ভূমে যায় গড়াগড়ি।
"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" প্রবাদ কথন।
সত্য কিনা দেখ শিশো ! ভাবিয়া এখন।

সততা।

সুশীল বিনয়ী যারা সদা সুখে রহে তারা
সকলের ভালবাসা পায় ;
মিছা কথা মুখে নাই সকলে তাদেরে তাই
অবিশ্বাস করিতে না চায়।
কেও যদি মন্দ বলে, হেট মুখে যায় চলে
উচু কথা মুখে নাহি আনে ;
কেহ মনে ব্যথা পায়, তাই সদা আপনায়
সতত চালায় সাবধানে।
যদি কেহ ভালবেসে নিকটে ডাকিয়া হেসে
বলে দুটী প্রশংসার কথা,
বিনয়েতে অবনত লাজে মুখ করি নত
নীরবে জানায় কৃতজ্ঞতা।
পর নিন্দা করে যারা নিকটে আসিলে তারা
দূরে শীঘ্র সরিয়া পলায় ;
কুসঙ্গ ছাড়িয়া ভয়ে, সৎ সঙ্গ খুঁজে লয়ে,
প্রতিদিন কত শিক্ষা পায়।
হে বালক সৎ হও সৎ কাজে রত রও
ভালবাসা পাইবে সবার।

সংসারের সমুদয় হবে সব সুখময়
পাবে তবে আনন্দ অপার।

প্রতিশোধ।

একদা পুলীন গিয়ে দেখিল বাগানে
বেলি যূঁই গন্ধরাজ কেতকী নিচয়
অপরূপ ফুটে আছে এখানে সেখানে
বারেক দেখিলে প্রাণ পুলকিত হয়।

গোলাপ তাদের মাঝে বড়ই সুন্দর
ছিল এক ফুটে, তাই করিতে চয়ন,
পুলীন বাড়া'ল হাত, সহসা ভ্রমর
ফুল থেকে কৈল তায় কঠোর দংশন।

খানিক কাঁদিয়া ফিরি বালক পশ্চাতে
দেখিল মৌচাক্ এক শেফালির ডালে,
রোষভরে কতগুলি ঢিল নিয়ে হাতে
নিক্ষেপিল সেই দিকে সব এককালে।

মক্ষিকা সহস্র আসি অমনি তাহায়
একবারে আক্রমণ করিল ভীষণ,
পুলীন অধীর হ'ল ঘোর যাতনায়
বলিল করুণ স্বরে করিয়া রোদন;

"প্রতিশোধ দিতে কেহ চাহিলে কখন
বারেক আমার কথা করিও স্মরণ।"

দৈনিক কাজ।

যে দিনের পাঠ যাহা যতনে শিখিয়া তাহা
রেখো শিশু করিয়া যতন;
করিব করিব বলি উপেক্ষায় গেলে চলি
কোন কাজ না হয় সাধন।
দিনেকের কার্য্য যাহা যদি লঘু ভাব তাহা
দশ দিনে হবে গুরুতর;
শিলা খণ্ড করি করে নিয়ে যাও অকাতরে
শিলা স্তূপ ভারি ভয়ঙ্কর।

সুস্থতা।

শরীর থাকিলে ভাল মন ভাল লাগে
শরীরে অসুখ হলে মনে পীড়া জাগে।
দেহ মন বাঁধা যেন আছে এক ডোরে
একের ব্যথায় হয় ব্যথিত অপরে।
শরীর থাকিলে সুস্থ, মন সুখে রয়
মনের সুখেতে দেখি সব সুখময়।
কিরূপে করিবে তবে স্বাস্থ্যের বিধান
শিশুগণ মন দিয়া কর অবধান।
প্রত্যুষে জাগিয়া মুখ করি প্রক্ষালন
বেড়াইয়া মুক্ত বায়ু করিও সেবন।
সানন্দ হৃদয়ে পরে পাঠে রত হও
যখন যে কাজে থাক মনোযোগী রও।
নিয়মিত পরিশ্রম করি পরে তার
ক্ষুধা হ'লে খাও কিছু খুঁজিয়া খাবার।
পাঠ সমাপনে কর তৈল বিলেপন
সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ মতে করিয়া মার্জ্জন।
তার পর ধীরে ধীরে যাও সরোবরে
কর স্নান মন সুখে সন্তরণ করে।

সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করি, কর পরিষ্কার
প্রতি লোম-কূপগুলি যতনে আবার।
শুষ্ক বস্ত্রে সর্ব্ব দেহ মুছিয়া যতনে
যাও শেষে ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন ভোজনে।
'বাশি ভাত' পঁচা মাছ, দূষিত ব্যঞ্জন
ভুলেও দিওনা মুখে রাখিও স্মরণ।
বিদ্যালয়ে গিয়া করি বিদ্যা অধ্যয়ন
বিকালে আবার ঘরে ফিরিবে যখন,
খাবার খাইয়া কিছু বিশ্রাম অন্তরে
ব্যায়াম করিতে রত হও পরস্পরে।
সন্ধ্যার সময় করি বিধৌত শরীর
পাঠে রত হয় পুনঃ বালক সুধীর।
বেশী রাত না জাগিয়া ঘুমায় শয়নে
ভোরে জাগি শোনে পাখী ডাকিছে কাননে।
পেটুকতা সযতনে করিয়া বর্জ্জন
সুখে থাক শিশুগণ যাবত্‌-জীবন।

হাসি ও কান্না।

হাসি মুখ সকলেই বড় ভাল বাসে;
রোদন শুনিলে দূরে পলায় তরাসে।
দুরন্ত যে সব শিশু, তাদের কেবল
দিন রাত অনর্থক ঝরে নেত্রজল।
নিজে তো কাঁদিয়া কত জ্বালাতন পায়,
'ভেউ' 'ভেউ' করি কেন অপরে জ্বালায়?
সুশীল শিশুর মুখে হাসি সদা থাকে,
জুড়ায় দেখিলে আঁখি বারেক তাহাকে।
মনে যদি থাকে দুখ দূর হয়ে যায়,
বালকের মুখে হাসি সুন্দর দেখায়।
কেঁদোনা সহজে শিশু বলি বার বার,
অধরে থাকুক হাসি সতত তোমার।

ময়ূর।

গহন কাননে থাকে ময়ূর নিকর,
আহা কিবা পুচ্ছ তার দেখিতে সুন্দর।
আকাশে দেখিলে মেঘ পেখম ধরিয়া,
আনন্দে নাচিতে থাকে অধীর হইয়া;

নীল পীত কত রং আছে লেজে তার,
দেখিলে অন্তরে হয় বিস্ময় সঞ্চার।
পেখম যদিও এত দেখিতে সুন্দর,
কর্কশ বড়ই তার লাগে কণ্ঠস্বর।
'কেকা' রব করি যদি উঠে একবার
নাহি দেয় কাণে হাত সাধ্য আছে কার?

নদী।

পর্ব্বত হইতে নদী বহিতেছে নিরবধি,
নীচ দিকে জল তার যায়,
নগর, বন্দর, বাড়ী কত কিছু যায় ছাড়ি
অবশেষে সাগরে মিশায়।
তীরে তার থাকে যত নর নারী শত শত
পিপাসিত জীব অগণন,
পান করি সুবিমল, জল তার সুশীতল
করে সদা পিপাসা বারণ।
দেশে দেশে ঘুরি নদী বারি দানে নিরবধি
করিতেছে কতই মঙ্গল,

চারিদিক ঠাণ্ডা রয়, মেদিনী উর্ব্বরা হয়,
জন্মে তাই যত ফুল ফল।

হিংসা।

পরের দেখিলে ভাল মনে হয় যার,
অকারণ জ্বালাময় ক্ষোভের সঞ্চার,
তার মত দুখী বুঝি নাই বসুধায় ;
অনর্থক দিনরাত মরে যন্ত্রণায় !
তোমা হ'তে বড় যদি দেখহ কাহারে
কর যত্ন তার সম ভাল হইবারে।
কেন তার অমঙ্গল ভাব অনুক্ষণ ?
কি লাভ তোমার তাহে ? শুধু জ্বালাতন।
ভাব যদি কারো মন্দ, ঘটিবে তোমার
কত মত সর্ব্বনাশ, বিপদ অপার।
বিধাতা করেন যার মঙ্গল বিধান
তোমার ইচ্ছায় তাহা নাহি হবে আন্।

পিতা।

জন্মদাতা যে তোমার, প্রাণপণে সদা তাঁর
উপদেশ করিও পালন,
সংসারে তাঁহার মত তোমার মঙ্গলে রত
পাইবে না খুঁজি একজন।
নিশি দিন কত করে তোমার শিক্ষার তরে
উচাটন থাকে মন তাঁর ;
ভাল হও, ভাল থাক, সৎপথে সদা থাক
এই প্রাণে বাসনা তাঁহার।
শুনিলে প্রশংশা তব, প্রাণে কত হয় নব
জনকের পুলক সঞ্চার,
নিন্দা শুনে মনে করে, অবিলম্বে যায় মরে;
এত স্নেহ হৃদয়ে পিতার !
যেখানে দেখিবে যাহা ভাল হ'লে, আনি তাহা
করে তব আনন্দ বিধান,
পিতার সমান তাই সংসারে কেহই নাই,
স্নেহে পূর্ণ তাঁহার পরাণ।
তাই বলি শিশুগণ, নিশিদিন অনুক্ষণ
জনকের উপদেশ ধর,

যখন বলিবে যাহা সযতনে করি তাহা
সদা পরিতৃপ্ত তাঁরে কর।
পিতার স্নেহের ঋণ, পারিবে না কোন দিন
শোধিতে এ জনমে তোমার
পিতা গুরু পুণ্যময়, পূজনীয় মহাশয়
থাক বশে সতত তাঁহার।

নীতি-গাথা

দ্বিতীয় ভাগ।

(মাইনর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী)

পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Revised Edition.

CALCUTTA:

Printed by K. C. DATTA, *Brahmo Mission Press,*

211, Cornwallis Street.

১৮৯৪.

উৎসর্গ পত্র।

দীনৈক-শরণ

অশেষ-গুণ-সমলঙ্কৃত

শ্রীশ্রীমন্মহারাজকুমার

বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—

কর-পঙ্কজেষু।

মহাত্মন্!

আমি যাহাই লিখি না কেন, আপনার স্নেহের চক্ষে ভাল দেখিবেন, সেই ভরসাতেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, পুস্তকখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শোভাবাজার
ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ সাল।

স্নেহানুগ্রহ ভিখারী
শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এবার নীতি-গাথা সমধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। নীতি-পূর্ণ গল্পগুলি যথাযথ রূপে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ছন্দো-নিবদ্ধ অনতি-দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানোপযোগী পদার্থ-বিজ্ঞানের অবশ্য-জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি সহজ ভাবে বালকদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। স্থানে স্থানে ভূ-বিজ্ঞানের দুই একটী তত্ত্বও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'আগ্নেয় গিরি' 'মরুভূমি' 'সমুদ্র' 'পর্ব্বত' প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধপাঠে বালকদিগের বিজ্ঞান-লাভ ও মনোরঞ্জন-বিধান, দুই কাজই হইবে। ফল কথা, পুস্তক খানিকে বালকদিগের পাঠোপযোগী করিবার জন্য যত্ন-বিধানে ত্রুটী করি নাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল এবং শিশুরঞ্জন প্রণেতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহোদয়দ্বয় আমার প্রতি অভাবনীয় অনুকম্পা বিতরণে পরিশ্রম সহকারে পুস্তকখানির আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকে যাহা নূতন আছে, তাহা মুনীন্দ্র বাবুর সদুপদেশ মতই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতৎ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে যে পরিমাণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, মুনীন্দ্র বাবু কোন অংশে তদপেক্ষা কম করেন নাই। গ্রন্থকার তজ্জন্য মুনীন্দ্র বাবুর নিকট যে কি এক দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইলেন, তাহা অব্যক্তব্য। অলমতি বিস্তরেণ—ইতি।

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন।

নীতি-গাথা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ঈশ্বর।

যাঁহার সৃজিত এই নিখিল ভুবন
নানারূপ সৌন্দর্য্যের, সুখের সদন ;
যাঁহার আদেশ বাক্য পালনের তরে
ঘরে ঘরে সুশীতল সমীর সঞ্চরে ;
যাঁহার নিদেশে থাকি গগন-মণ্ডলে
কিরণে তপন-দেব পৃথিবী উজলে ;
যাঁহার সৃষ্টির কার্য্য করিতে সাধন
বরষে বরষে হয় ঘন বরিষণ ;
যাঁহার কৃপায় জীব আছে জীবমান,
থাকেন সকল স্থানে যিনি বিদ্যমান
জান কিহে শিশু তুমি কি নাম তাঁহার ?
প্রণিপাত কর তাঁরে, তিনি সর্ব্বাধার।

তপন।

সোণার বরণ, তরুণ তপন,
পূরবে দিয়াছে দেখা,
গাছের আগায়, পাতায় পাতায়,
পড়িল কিরণ রেখা।
দেখিতে দেখিতে, কোথায় চকিতে
আঁধার গিয়াছে চলি,
পাইয়া আলোক, পুলকে ভূলোক
জাগিল জয়েশ বলি।
আঁধারে ভুবন, হারা'য়ে চেতন,
ঘুমেতে বিভোর ছিল,
তরুণ তপন, বিতরি কিরণ
সবারে জীবন দিল।
ধন্য হে তোমার, শকতি অপার
বিমানবিহারী রবি,
বল কে এমন, সোণার বরণ
রচিল তোমার ছবি?

ফুল।

এত হাসি তুমি ফুল কোথা হ'তে পেলে ?
সুষমা তোমায় এত দিল কেবা ঢেলে ?
উজল এ বন-ভূমি রূপের আভায়
মধু লোভে মধুকর চরণে লুটায়।
সমীরণ তোমারেই সৌরভের তরে
করি কত সন্ সন্ তোষামোদ করে।
একটু সুবাসে সে যে পায় শত মান
তাতেই জগতে তার সার্থক পরাণ।
আঁধারে কণ্টকে তুমি যথায় তথায়
বিজনে ফুটিয়া থাক আপন ইচ্ছায় ;
দূর হ'তে পেয়ে লোকে সৌরভ তোমার
খুঁজি লয় দেবতায় দিতে উপহার।
রূপে গন্ধে তুমি ফুল কানন-ভূষণ,
বিমুগ্ধ করেছ তাই নিখিল ভুবন।
যে বিধাতা করিলেন সৃজন তোমায়
করযোড়ে করি শত প্রণিপাত তাঁয়।
যাঁহার সৃজিত তুমি এত মনোহর
না জানি সে দেবদেব কতই সুন্দর।

যুঁই।

ছোট ছোট চারা গাছে, যুঁই ফুল ফুটে আছে,
গন্ধে তার জুড়ায় জীবন,
পাতার আড়ালে রয়, কেবা তারে নিরখয়,
তবু তার গৌরব কেমন!
দূরে দূরে নিরজনে, ফুটে থাকে সঙ্গোপনে,
সুবাস পাইয়া নর তার,
খুঁজি খুঁজি উপবন, পায় কষ্টে দরশন,
লভে তাহে আনন্দ অপার।
গুণে গন্ধে সমাকুল, এত যে সুন্দর ফুল
বিজনে থাকিতে সদা চায়,
কেবা তারে নিরখিল, কে তার সন্ধান নিল,
কভু রত নহে এ চিন্তায়।
গুণের গৌরব ভবে কেবা না দেখেছে কবে?
কিন্তু যবে গৌরব সবার
নীরবে ফুটিয়া উঠে, অহঙ্কারে নাহি টুটে,
তখনি তা যশের আধার।
বিজনে ফুটিয়া ফুল, আছে গন্ধে সমাকুল
তাই তারে এত ভাল বাসি,
তোমরা ও শিশুগণ, নম্রশীল সদাক্ষণ
সঞ্চয় কর হে গুণরাশি।

মাকাল।

পেটুক রাখাল এক বনের ভিতর
দেখিল মাকাল ফল অতি মনোহর।
সুন্দর বরণ তার দেখিয়া নয়নে
বালকের উপজিল লোভ মনে মনে।
ভাল মন্দ কোনরূপ না করি বিচার
সহসা আনিয়া মুখে দিল আপনার।
অর্দ্ধভুক্ত তিক্ত ফল করিয়া বমন
অমনি ফেলিতে তার হইল তখন।
এ হেন সুন্দর এই পৃথিবী মাঝার
প্রলোভন কত আছে মন ভুলা'বার।
দূর হ'তে দেখা যায় বড় মনোরম,
পরশে অন্তরে দেয় যাতনা বিষম।
বরঞ্চ উগারি ফল দূরে ফেলা যায়,
প্রলোভনে মুগ্ধ হ'লে প্রাণে বাঁচা দায়।

পরশ-পাতর।

কি অতুল গুণ ধরে পরশ-পাতর,
পুলকিত হয় শুনি সবার অন্তর।

যে ধাতু সে একবার পরশে কখন,
উজল সুবর্ণময় হয় সে তখন।
সামান্য পাতর কিন্তু এত গুণ ধরে
খুঁজিয়া না পাই কিছু তুলনার তরে।
মানবে ও আছে শিশু হেন অতুলন
জীবের মঙ্গল-হেতু পরশ-রতন।
সজ্জন তাহার নাম সংসর্গে তাহার
পাপীর হৃদয়ে হয় পুণ্যের সঞ্চার।

বিনয়।

ভীম-গতি ভয়ঙ্কর থামিয়া গিয়াছে ঝড়,
হ'ল এবে নিসর্গ নিঝুম,
মায়ের স্নেহের ক্রোড়ে, কাঁদিয়া করুণস্বরে
সন্তানের হ'ল যেন ঘুম।
কালমেঘ এতক্ষণ, আকাশে গরজি ঘন
কোথা যেন করেছে গমন,
অই দেখ ধীরে ধীরে, অস্ত অচলের শিরে
দেখা দিল সোণার তপন।
লতা পাতা উলটিয়া, চরাচর বিদলিয়া,
বয়ে গেছে প্রলয়ের বায়,

উন্নত বিটপী যত, হয়ে তাহে অবনত
বিলুণ্ঠিত হ'তেছে ধরায়।
ছোট ছোট তরুগুলি, হরষে মস্তক তুলি
চেয়ে আছে সুন্দর কেমন!
ভীষণ সে ঝঞ্ঝাবায়, তাদের কিছুই হায়
করে নাই অনিষ্ট সাধন!
কেন আজ এ দশায় বিলুণ্ঠিত মৃত্তিকায়
হইতেছ ওহে শাখিগণ,
গরবে ফুলিয়া কত রহিয়াছ অবিরত,
অকস্মাৎ কেন এ পতন?
এতদিন ভেবেছিলে, নিজ হ'তে এ নিখিলে
নাই আর উচ্চ কোন বীর,
তাই সে অন্যায় গর্ব্ব সহসা করিতে খর্ব্ব,
বহিল এ ভীষণ সমীর।
ছোট ছোট তরু যত বিনয়েতে থাকে নত
নাহি সহে কোন অত্যাচার,
অসুচিত অহঙ্কারে মজাইলে আপনারে,
শেষে এই হ'লে চূর-মার!
উদ্ধত পুরুষ যারা, এখানে দেখুক তারা
গরবের বিষময় ফল,

সুবোধ বিনয়ী যত থাকে সুখে অবিরত
নাহি ঘটে কোন অমঙ্গল।

মা ও ছেলে।

জননি! সহসা কেন ঘটিল এমন?
বিষম তরাসে প্রাণ কাঁপিছে সঘন?
কূপে ভেক মন-সুখে করে সন্তরণ,
ঢিল ছুঁড়ে মারিবারে করিনু গমন;
দুই পদ অগ্রসর হ'তে হ'তে হায়
কে যেন হৃদয় থেকে বলিল আমায়,—
"সাবধান! শোন্ ওরে নিঠুর পামর,
এরূপ নৃশংস কাজে হ'য়ো না তৎপর;
ক্ষান্ত হও, ভেবে দেখ, তোমার যেমন
সুখ দুঃখ বোধ আছে তাদেরো তেমন।"
চঞ্চল হইনু আমি সে কথা শুনিয়া
থেকে থেকে যেন প্রাণ উঠিছে কাঁপিয়া।
ভুলিতে না পারি কথা, সজনে, বিজনে,
"সাবধান—ক্ষান্ত হও" সদা পড়ে মনে?

শুনিয়া জননী তার আদরে তখন
বলিল কপোল-দেশ করিয়া চুম্বন—
"আয় কোলে, শোন্ বলি বাছারে আমার,
নয়নের তারা মোর স্নেহের আধার,
মানুষ 'বিবেক' এর দেয় অভিধান,
আমি বলি, এ নিদেশ দেন ভগবান
বিবেকের বাণী সদা করিয়া পালন
পার যদি এ জীবন করিতে যাপন,
সার্থক হইবে তবে জনম তোমার,
লও উপদেশ বাছা এই এক সার।"

ঈশ্বরের করুণা।

একদা বরষা কালে সায়াহ্ন সময়ে,
বিদ্যালয়ে ছুটী হ'লে, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
গোপাল নামেতে এক বালক সুশীল,
গৃহ পানে যেতেছিল মৃদু-গতি-শীল।
হেনকালে কালমেঘ আকাশে উড়িল,
চারিদিকে চরাচর তিমিরে ঢাকিল।

শূন্যে সেই মেঘজালে নিবিড় আঁধার,
চমকি চপলা দেখা দিল অনিবার।
নিকটেতে জন প্রাণী কিছু না হেরিয়া
আতঙ্কে অধীর হ'ল বালকের হিয়া।
ইতস্ততঃ তার পর বিচার করিয়া,
উচ্চ এক তরুতলে দাঁড়াইল গিয়া।
আহা! শিশু, জ্ঞানহীন জানে না কখন
উচ্চ স্থানে হয় সদা অশনি-পতন!
সহসা গোপাল শুনি অবাক হইল,
অদূরে থাকিয়া তারে কে যেন ডাকিল;
"গোপাল অচিরে হেথা কর আগমন
বিলম্বে অনেক হবে অনিষ্ট ঘটন।"
বালক সে স্বর ধরি অমনি চলিল!
সহসা চপলালোকে নয়ন ধাঁধিল,
এমন সময়ে অহো! বিধি নির্ব্বন্ধন,
সে গাছেই হ'ল ভীম অশনি-পতন!
তিলেক বিলম্ব শিশু যদ্যপি করিত
নিশ্চয় অশনিপাতে প্রাণ হারাইত।
বালক স্তম্ভিত দেখি অপূর্ব্ব ঘটনা,
ভাবিল "ঈশ্বর তব অপার করুণা।"

অনন্তর কিছুদূর করিয়া গমন
দেখিল ঝোপের ধারে নারী একজন।
জিজ্ঞাসিল "তুমি মোরে কেন ডেকেছিলে ?
এমন সঙ্কট কালে প্রাণ বাঁচাইলে ?"
শুনিয়া রমণী বলে "কই সেকি কথা ?
কে তোমায় ডেকেছিল ? ছিলে তুমি কোথা ?
একমাত্র আছে মোর গোপাল নন্দন,
তারেই খুঁজিতে হেথা এসেছি এখন ;
আসিয়াছে কতক্ষণ মাছ ধরিবারে,
একাকী কোথায় গেল ডাকিতেছি তারে ;
তোমারো সে নাম বুঝি, তাই সে আহ্বানে
আসিয়াছ দ্রুতগতি ছুটিয়া এখানে।
ভাল শিশো ! দেখ দেখি ভাবি একবার
কে তোমায় বাঁচালেন বিপদে এবার !"

মেঘ।

সুনীল আকাশে, কোথা হ'তে আসে
নিবিড় নীরদ যত,

কাঁপা'য়ে বিমান, গরজে কামান
গুড়ুম গুড়ুম শত।
হাসিয়া হাসিয়া চপলা নাচিয়া
মাঝে মাঝে দেয় দেখা,
যেন নীলাম্বরে, কোন চিত্রকরে,
আঁকিছে কণক রেখা।
গাঢ় অন্ধকারে ব্যাপ্ত, চারিধারে
কিছু না দেখিতে পাই,
যেন দুনয়ন থেকে ও, এখন
আপনার বশে নাই।
বহে খর ঝড়, বজ্র কড়মড়
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে,
চারিদিকে সব জন কলরব ;
শঙ্কিত সকলে ঝড়ে।
কোথা হ'তে আসি, এত জলরাশি
আকাশ ছাইয়া ফেলে!
কি শকতি তাঁর, কৃপাতে যাঁহার
মেঘেতে বিজলী খেলে!

বজ্র।

দুখানি প্রস্তরে হ'লে ভীম সংঘর্ষণ
আগুন জ্বলিয়া উঠে সহসা যেমন ;
কিম্বা কোন রাজপথে অশ্ব-খুরতলে
ত্বরিত গমনকালে অগ্নিকণা জ্বলে ;
প্রতিকূলে দুই খণ্ড জলদ তেমন
যদি করে কোন দিন সবেগে গমন,
পরস্পর আঘাতিলে তেজঃ বাহিরয়
তেজঃপুঞ্জ ভীম বজ্র, আর কিছু নয়।
ঘাত প্রতিঘাতে হয় শব্দ বিভীষণ
তা'কেই মানুষে ব'লে মেঘের গর্জ্জ'ন।

অভ্যাস।

বীরবল নামে এক তস্কর প্রধান,
নিজ দুষ্কৃতির লাগি পেয়ে অপমান,
দেশ হ'তে অবশেষে হ'য়ে বিতাড়িত,
কোন এক ঘোর বনে হ'ল নির্ব্বাসিত।
তথা কোন সাধুজন সংসর্গে পড়িয়া ;
আপনার দুরগতি বুঝিতে পারিয়া,

ধরম অর্জ্জন তরে করিলেক পণ
জীবনের শেষভাগ করিতে অর্পণ।
এইরূপে কিছুকাল যাইতে লাগিল
সাধু সঙ্গে বীরবল সাধু হ'তে ছিল;
দিন দিন হ'তেছিল কত বা তখন
দূষিত চরিত্রে তার উৎকর্ষ সাধন;
হেনকালে এক দিন নিশীথ সময়ে
যোগিবর দেখিলেন বিস্মিত হৃদয়ে,
নিরজনে বীরবল একাকী কন্দরে
তস্করের যত কার্য্য অভিনয় করে;
ধীরে সঙ্কুচিত চিত্তে যেন কোন ঘরে
সিঁদ কাটিতেছে সেই বিজন গহ্বরে।
বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে সন্ন্যাসী তখন
ভাবিলেন "একি দেখি ঘটনা নূতন!"
অবিলম্বে বীরবলে নিকটে ডাকিল,
প্রকৃত ঘটনা যাহা জানিতে চাহিল।
তস্কর তখনি কেঁদে ব্যাকুল অন্তরে
বলিল করুণ স্বরে সেই যোগিবরে;—
"মহাত্মন্! এ জীবন করেছি যাপন
চুরি করি ঘরে ঘরে অপরের ধন;

এখনো অভ্যাস দোষ রয়েছে প্রবল
পারিনা এড়া'তে তার কঠোর শৃঙ্খল।
না করিলে তস্করের কার্য্য অভিনয়
প্রতিদিন এইরূপ নিশীথ সময়,
দুনয়নে নিদ্রা আর না আসে কখন,
কি হ'বে দাসের গতি বল তপোধন।"
ক্ষীণকণ্ঠে তস্করের কাতর বচন
শুনি, সে সন্ন্যাসীবর বলিল তখন—
"অসম্ভব কিছু নয়, শোন বীরবল,
আমারো হ'য়েছে এক অভ্যাস প্রবল।
প্রতিদিন এ নিশীথে ব্যাকুল অন্তরে
না ডাকিলে দয়াময় প্রাণের ঈশ্বরে,
দুনয়নে ঝরে মোর শুধু অশ্রুজল;
কোথা রহে নিদ্রা? পাই যাতনা কেবল।
যে অভ্যাসে তুমি আজ ব্যথিত হৃদয়,
সে অভ্যাস দেয় মোরে শান্তি সুধাময়।"
ওহে শিশু, সদভ্যাসে থাক সদা রত
নতুবা জীবনপথে পাবে দুখ কত।

কোকিল।

তমালের ডালে, পাতার আড়ালে
কে তুমি গাইলে গান ?
কুহু কুহু স্বর, মরি কি মধুর
আকুল করিলে প্রাণ !
চারিদিকে চাই, দেখিতে না পাই
কোথায় লুকিয়ে থাক,
যখন তখন, মনের মতন,
কুহরি কুহরি ডাক।
কুসুম ফুটিলে, লতা মুঞ্জরিলে,
বসন্ত আইলে দেশে,
গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে
দেখা দেও তুমি এসে।
সুকণ্ঠে তোমার সকল সংসার
করেছ আপন বশ,
যথা তথা যাই, শুনি শুধু তাই
কীর্ত্তিত তোমার যশ।
কিন্তু দ্বিজবর, বড় অসুন্দর
শুনি তুমি বসুধায়,

গুণের আদর রূপের উপর,
তুমিই দেখা'লে হায়!

সোণার পাখী।

আহা পাখী মরে গেল? কত স্নেহ-ভরে
রাখিলাম তারে আমি সোণার পিঞ্জরে!
যুগাইনু পিপাসায় সুবাসিত জল
খাইতে দিয়াছি কত সুস্বাদু সুফল!
না খাইয়া মরে গেল? কিসের লাগিয়া
ব্যথিত, কাতর এত ছিল তার হিয়া?
বনের বিহগ, ঘুরি বেড়াইত বনে,
কত কষ্ট পাইত সে শীতে প্রভঞ্জনে!
নিদাঘের উষ্ণতাপে হইত বা কত
পিপাসায় কণ্ঠ-প্রাণ ঘোর মর্ম্মাহত!
যতনে আনিয়া গেহে রাখিলাম তারে
কি শোকে সে আত্মঘাতী হইল সংসারে?
করিলাম যেই দিন পিঞ্জরে বন্ধন,
সে দিন হইতে তার ঘটিল কেমন!

কাঁদিত সে ক্ষীণ-কণ্ঠে, চাহিত উড়িয়া
পলাইতে কোনমতে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ;
কি যেন ভাবিত মনে বসি অনুক্ষণ,
দীনভাবে চারিদিক করিত লোকন ;
মনে হ'লে এখনো সে বিষণ্ণ বয়ান
বিদরিয়া যায় মোর পাষাণ পরাণ ;
ফুরাইয়া ছিল যেন যত তার সুখ
কি এক জ্বালায় দগ্ধ হয়েছিল বুক ;
ভেবে ভেবে অবশেষে হইল বিকল,
মরিল সোণার পাখী, ফুরা'ল সকল।

চরিত্র।

যদি চাও এ সংসার করি বশ আপনার,
চিরকাল কাটাইতে সুখে,
সুশীল বিনীত হও, পুণ্যপথে সদা রও,
কোন্ দিন পড়িবে না দুঃখে।
প্রীতি ভালবাসা দিয়া, বেঁধে ফেল সব হিয়া,
পরহিতে কর প্রাণপণ,

সংসারে সন্তাপী যারা, তাহাদের অশ্রুধারা
মুছি দেও করিয়া যতন।
কভু যে না ভাল বাসে, ভুলেও না কাছে আসে,
শত্রু ভেবে দূরে চলি যায়,
নিকটে যাইয়া তার, ক্ষমা চাও অনিবার,
দেখ ফিরি চায় কি না চায়।
অবজ্ঞায় পায়ে দলি যদি কেহ যায় চলি
বল তারে আশীস-বচন,
জানি নিজে বলবান, কর দুষ্টে ক্ষমাদান
পরিতপ্ত পাপের কারণ।
পোহাইলে বিভাবরী, অস্তাচল পরিহরি
দেখা দেয় যথা দিবাকর,
তেমতি তোমারো, তবে, দুখ তাপ দূর হ'বে,
সুখ রূপে উদিবে ভাস্কর।

অলসতা।

কোন এক দয়াবান্ নৃপতি সুজন
অনাথের অশ্রুজল করিতে মোচন,

অকাতরে ধন রত্ন করি সম্প্রদান
অতিথিশালায় এক করিল বিধান।
চারিদিকে দীন দুখী যত কেহ ছিল
রাজার সে পূতগেহে আশ্রয় পাইল।
বধির, আতুর, কত অন্ধ দীনজন,
ক্ষুধায় পাইল গ্রাস, শীতে আচ্ছাদন।
হেনকালে একদিন অলস দুজন
অনায়াসে করিবারে জীবন যাপন,
গেল সেই নৃপতির অতিথিশালায়,
নীচতার পরাকাষ্ঠা দেখা'তে ধরায়।
পর-গলগ্রহ হ'য়ে যে কাটে জীবন
বরঞ্চ তাহার ভাল সংসারে মরণ।
আপন শকতি সব করিয়া বিস্তার
দিনান্তেও মুষ্টি অন্ন মিলিবে না যার,
বরঞ্চ নিরন্ন হ'য়ে ক'রো উপবাস
করিওনা তবু পর-সুখ অভিলাষ।
খেয়ে শুয়ে এইভাবে অলস দুজন
কাটাইল রাজগেহে ঘৃণিত জীবন।
একদা নিশীথে সেই অতিথিশালায়
আগুন লাগিল ঘোর তামসী নিশায়;

যে যাহার প্রাণ লয়ে সবে পলাইল
অলস দুজন তবু ঘুমেই রহিল।
এদিকে করাল গ্রাস করিয়া বিস্তার
সর্ব্বভুক্ করিতেছে সকল সংহার;
অসহ্য উত্তাপ গায় লাগিল ভীষণ,
তবু তারা চাহিলনা মেলিয়া নয়ন।
অতি কষ্টে তার পর একজন ব'লে,
'ওহে ভাই কত রবি আকাশেতে জ্বলে?'
করিল উত্তর অন্যে মুদিত নয়নে
মরার মতন থাকি শায়িত শয়নে,—
"কেমনে বলিব ভাই কেবা আঁখি মেলে,
ঘুমে থাক কাজ নাই এত গণ্ডগোলে।"
দেখহে অলস শিশো! মেলিয়া নয়ন,
অনলে হারায় প্রাণ অলস দুজন।

উৎসাহ ও উদ্যোগ।

মানুষের কৃত যাহা, মানুষ পারিবে তাহা
চিরকাল করিতে সাধন,

কিছু নয় অসম্ভব, যতন-সাপেক্ষ সব,
বিনা যত্নে না মিলে রতন।
উৎসাহে সাহসভরে, যাও নিজ কাজ করে,
ফললাভ হইবে নিশ্চয়,
আজি অসম্ভব যাহা, কালি হয় সাধ্য তাহা
চেষ্টার অসাধ্য কিছু নয়।

কলির ভীম।

প্রকাণ্ড বলদ করি মাথায় ধারণ,
কৌতুক দেখা'তে ছিল চাষা একজন।
ভাবিল দর্শক এক দেখিয়া তাহায়,
'এ বুঝি কলির ভীম নেমেছে ধরায়।'
বিস্ময় করিতে দূর কৃষকে তখন
জিজ্ঞাসিল এইরূপ করি সম্ভাষণ—
"ওহে ভাই একবার বলনা আমায়
বলীয়ান্ হয়েছ কি মন্ত্র-মহিমায়?
কিম্বা কোন দৈববলে হয়েছ এমন
ভুবনবিজয়ী বীর দেখিতে ভীষণ?"

উত্তরিল বৃষধারী—"আমার সদন
অপার্থিব, মহাশয়, নাই কোন ধন।
শৈশব হইতে এই বৃষটী আমার,
বড় আদরের ছিল স্নেহের আধার।
ছেলেবেলা হ'তে এরে করিয়া বহন
করেছি আমার এই অভ্যাস গঠন।
যেমন বাড়িল ষাঁড়, আমারো তেমন
বাড়িল শকতি তারে করিতে বহন।"
অসম্ভব বলি যাহা ভাব এক দিন,
তিল তিল করি করা নয় সুকঠিন।

সাহস।

কে পারে লভিতে মণি মুক্তা অগণন
না ডুবিলে রত্নাকরে জীবনে কখন?
কে পারে ফণীর মণি করিতে সঞ্চয়
না ছাড়িলে আকস্মিক মরণের ভয়?
কে পারে গোলাপ পুষ্প করিতে চয়ন
না সহি কণ্টক ব্যথা, মক্ষিকা-দংশন?

কে পারে জগতে কীর্ত্তি রাখিতে মহান্
সিদ্ধি-লাভে বিসর্জ্জন না দিলে পরাণ ?

একতা।

হিংসার উদ্রেকে মনে পাইয়া বেদনা
একদা ইন্দ্রিয়গণ,
বিষাদে বিমর্ষ মন,
উদরের বিরুদ্ধেতে করিল মন্ত্রণা।

হস্ত বলে "আমি মুখে তুলি দেই গ্রাস।
জিভ্ বলে "তার পরি
আমি তা গলাধঃ করি,
তবে তো জঠর নিজ পূরে অভিলাষ!"

কর্ণ বলে "আমি শুনি বলি অনুক্ষণ
কোথায় কি পা(ও)য়া যায়,"
চক্ষু বলে "আমি তায়
দেখে তবে উদরের যোগাই ভক্ষণ।

উদর বসিয়া সব করে আত্মসাত্,
আমরা খাটিয়া মরি,
এস এক কাজ করি
আজ হ'তে কোন কাজে দিবনাকো হাত।"

কথামত কার্য্য তবে চলিল সবার,
চোখ বলে 'দেখিব না'
কাণ বলে 'শুনিব না'
হাত বলে 'করিব না কোন কাজ আর।'

জঠর না পেয়ে কিছু করিতে ভক্ষণ,
পারিল না দিতে আর
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত-ধার,
শীর্ণ হ'ল হস্তপদ, দেহের বন্ধন।

অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিল,
যাহার যে কার্য্য, তাহা
না করিলে যত্নে, আহা!
এ দেহ ভঙ্গুর ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল!

সাহায্যসাপেক্ষ এই মানব-সমাজ
ডুবে রসাতলে যায়,
যদি তা'তে সবে হায়
নাহি করে নিজ নিজ অনুষ্ঠেয় কাজ।

অধ্যবসায়।

বিফল-কামনা রাজা হয়ে বারম্বার
ভাবিল, "হল না বুঝি দেশের উদ্ধার!
একাদশ বার কত করিনু যতন,
পরাজয় ছিল শুধু ভাগ্যের লিখন;
থাক্ আর কাজ নাই বৃথা কল্পনায়,
বিদায় জনমভূমি! বিদায় বিদায়!"
বলি এই, ক্ষুণ্ণমনে সে মহান্ বীর
শুইয়া পড়িল ভূমে নেত্রে বহে নীর;
এমন সময়ে রাজা দেখিতে পাইল
সমুখে প্রাচীরে এক উর্ণনাভ ছিল,
বার বার করিল সে কতই যতন,
করিবারে প্রাচীরের শিরে আরোহণ;

বলেছিল, তুমি নাহি হবে যতদিন,
বয়ঃপ্রাপ্ত, সুশিক্ষিত, বিষয়ী প্রবীণ,
গচ্ছিত ধনের কথা রাখিতে গোপন
যতদিন দেহে তার থাকিবে জীবন।
নিকটে মরণকাল উপস্থিত প্রায়
তাই পিতা ডেকেছেন আইস ত্বরায়।"
একথা শুনিয়া যুবা সত্বর ছুটিল
ভগন কুটীর মাঝে প্রবেশ করিল;
দেখিল তথায় রোগী মুদেছে নয়ন
অনন্ত নিদ্রায় এই জন্মের মতন।
আপনার অহঙ্কারে আপনি মজিল,
হারাইল ধন রত্ন যাহা কিছু ছিল।
মজিও না কভু শিশু হেন অহঙ্কারে
ভাসিবে এমনি তবে নয়নের ধারে।

পৰ্ব্বত।

দাঁড়াইয়া তরুরাজি আছে সারি সারি,
শীতলিত হয় প্রাণ তিলেক নেহারি।

লতাকুল বিটপীর শাখা জড়াইয়া,
বিকশিত পুষ্প-চক্ষে রয়েছে চাহিয়া।
বিচিত্র বিহগচয় করে কলগান
ঝিল্লিকুল করিতেছে ঝঙ্কার প্রদান।
কোন স্থানে কুলুকুলু বহে নির্ঝরিণী
করে তায় বারিপান তৃষিতা হরিণী।
কোথাও শ্বাপদকুল করিছে গর্জ্জন
শুনিলে পরাণ হয় আতঙ্কে মগন।
কত তুঙ্গ শৃঙ্গ সহ অসীম অচল
পরশিতে চাহে দূর গগন-মণ্ডল।
কত বড়, কত উচ্চ সেই মহাজন
স্থজিলেন যিনি এই অচল গহন?

আগ্নেয়-গিরি।

বিষম হুঙ্কারি, পর্ব্বত বিদারি
বাহির হইল কত
শিলা রাশি রাশি জীবন-বিনাশী,
ক্লেদ, জলে পরিণত!

উত্তপ্ত সে জল বহি অনর্গল
প্লাবিল কতই দেশ,
কত জীবগণ ত্যজিল জীবন,
নাহিক তাহার শেষ।
শ্যামল সুন্দর হইল কন্দর
অগ্নিকুণ্ডে পরিণত,
চারিদিকে সব নগর, বিভব,
শিলাস্তূপে নিমজ্জিত।
থাকিয়া থাকিয়া এখনো কাঁপিয়া
তরাসে মেদিনী উঠে,
'ভূকম্পে আবার অগ্নি-পারাবার
বুঝি বা উথলি উঠে।
কেমনে প্রবল এ কাল অনল
রেখেছ মেদিনি! বুকে?
সাধে কি গো হায়! সকলে তোমায়
'সর্ব্বংসহা' বলি ডাকে?

জ্ঞানালোক।

হীনালোক যত দীপ, জ্বলে ধীরে ধীরে,
সহজে নির্ব্বাণ হয় সামান্য সমীরে।
প্রকাণ্ড অনল কুণ্ড থাকে এ ধরায়
দীপ্তিমান চিরকাল জ্বলন্ত শিখায়।
জ্ঞানালোক যদি প্রাণে জ্বালাইতে চাও
বিস্তীর্ণ অনল কুণ্ড যতনে জ্বালাও।

নিন্দা ও প্রশংসা।

প্রশংসা লভিতে নর হয় যত অগ্রসর,
উপদেশ লাভে তত নয়;
মানুষ যশের লাগি হতে পারে সর্ব্বত্যাগী;
গঞ্জনায় ক্ষুণ্ণ-মন হয়।
না শুনি কি বলে পরে, যাও নিজ কাজ ক'রে
একদিন ঘটিবে এমন,
অলক্ষিতে যশ রাশি, তোমারে ঘেরিবে আসি
পুরস্কৃত হইবে তখন।

মুখের উপরে তব, না করি প্রশংসা, স্তব,
নীতিমার্গ যে জন দেখায়,
মনে রেখো আজীবন, সে তোমার একজন
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী বসুধায়।
অনাহুত কাছে আসি অনুচিত স্তুতিরাশি
যে তোমায় করিবে অর্পণ,
নিশ্চয় জানিও তার, ইষ্ট কিছু সাধিবার,
হয়েছে তোমার প্রয়োজন।
তোষামোদকারী যারা, কি কুহক জানে তারা
মানুষের ভুলাইতে মন!
না শুনি প্রশংসাবাদ, শোন, শুধু অপবাদ
কে তোমার রটিল কখন।

ক্রোধ।

ভাল মন্দ জ্ঞানহীন হয়ে রোষে নর,
প্রহারে নিয়ত যারা মঙ্গলে তৎপর।
স্ববশে আসিলে কাঁদে দারুণ ব্যথায়
অনুতাপ জ্বলে হৃদে তুষানল প্রায়।

কীর্ত্তি।

এ সংসারে কোন কিছু চিরস্থায়ী নয়,
নিমেষে উদ্ভব, হেথা নিমেষে বিলয়।
ধন জন যত সব নশ্বর সকলি,
বড়ই চঞ্চল যেন মেঘেতে বিজলী।
এ জগতে কীর্ত্তি শুধু রহে চিরদিন,
সময়ের বিবর্ত্তনে না হয় মলিন।
কর সবে সযতনে কীর্ত্তি উপার্জ্জন,
সকল ধনের সার কীর্ত্তি মহাধন।

পর-নিন্দা।

পরকুৎসা রটনায় কলঙ্কিত রসনায়
ভুলেও না করো কদাচন,
ঘৃণিত হুক্কার যাহা স্বকরে আলোড়ি তাহা
করে কেবা দুর্গন্ধ গ্রহণ ?
শুধু মন্দ আচরণে নাহি সবে ত্রিভুবনে
কলুষেতে নিপতিত হয়,

অনাচরনীয় যাহা আলোচিলে মুখে তাহা
আচরণ হয় সুনিশ্চয়।

অপহরণ।

একদা তস্করদোহে করিল হরণ,
রজকের একমাত্র রাসভ রতন ;
ঘোর বনে দুই জনে নিয়ে হৃত ধন
করিল তাহার এক মূল্য নির্দ্ধারণ।
পরস্পরে তার পর বিবাদ ঘটিল
কে পাইবে কত অংশ তর্ক উপজিল।
ক্রমে ক্রমে বাড়াবাড়ি হইল প্রচুর
কানন ধ্বনিত তাহে হ'ল বহুদূর।
এমন সময়ে এক তৃতীয় তস্কর,
রাসভ দেখিয়া দূরে বনের ভিতর,
পলাইল ধীরে ধীরে সঙ্গে তারে লয়ে,
সুদূর প্রান্তরপথে আপন আলয়ে।
এ দিকে তস্কর দোহে কলহে মগন,
হাতাহাতি হ'য়ে গেল, বাঁটি লয় ধন।

কিছু পরে দুজনেই চাহিল ফিরিয়া
তৃতীয়ে লইয়া যায় রাসভ হরিয়া।
একজন ক্ষুণ্ণ মনে অপরে তখন
বলিল বিদিত এই সুনীতি-কথন—
"ওহে ভাই! ধন রত্ন জানিও নিশ্চয়,
যে পথে উদ্ভূত, হয় সে পথে বিলয়।

শেফালিকা।

হরষে অতুল তুলি নানাফুল
গাঁথিল কুসুম-হার,
পরি তাহা গলে, গেল কুতুহলে
ছুটিয়া সরসী ধার।
দেখিল তথায়, শেফালি তলায়
উঠিয়াছে চারা কত,
তুলি এক তার, আনন্দে অপার
লইল মনের মত!
পুলকিত হিয়া, গেল সে ছুটিয়া
আপন ভবন পানে,

পুঁতিল তাহায়, বকুল তলায়
ছায়া-যুত রম্য স্থানে।
বৃদ্ধ একজন, বিস্ময়ে তখন
জিজ্ঞাসে আসিয়া কাছে,
"কেন বাছাধন, করিলে রোপন
কুস্থানে শেফালি গাছে ?"
হেসে শিশু কয়, "একি মহাশয়
বড়ই তোমার ভুল ;
দেখনা খুঁজিয়া, বাগানে চাহিয়া,
নাই স্থান এর তুল।
বকুল তলায়, শীতল ছায়ায়,
সাধের শেফালি মোর,
দুদিনে দেখিবে, বাড়িয়া উঠিবে,
মাধুরী ফুটিবে ওর।
তপন কিরণ, —যেন হুতাশন
লাগিবে না এর গায়
শিলা বরষণ, অশনি পতন
করিবে না কিছু তায়।
শুনিয়া তখন, আগন্তুক জন
বলিল "যাদুরে মোর

বুঝিলাম কথা কোন অভিজ্ঞতা
হয়নি আজিও তোর।
এত যে আদরে, শেফালির তরে
করিলি যতনে স্থান,
পরের আশ্রয়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে
করিতে পরের ধ্যান ;
দুদিনে তাহার দেখিবি আবার
শুকায়ে গিয়াছে মুখ,
পরের কারণে, পরের পীড়নে
পেতেছে কতই দুখ।
তেজোহীন তার, অঙ্গ সুকুমার
হইবে মাধুরী হীন,
পল্লব হারায়ে, থাকিবে দাঁড়ায়ে
বিষাদ-সাগরে লীন।
যদি কেহ হায়, এ তরু ছায়ায়
বসে আসি ক্ষণতরে,
চরণে দলিয়া, তার'পর দিয়া
যাবে চলি ঘৃণা ভরে।
বকুলের ডালে, পাখী পালে পালে
আসিয়া বসিবে কত,

গাবে গুণ তার, কণ্ঠে অনিবার
সুললিত মনোমত।
উড়ে যাবে যায়, শেফালি মাথায়
ঢালিবে পুরীষ রাশি
সবে ঘৃণাভরে, যাবে দূরে সরে
ছুবেনা তাহারে আসি।
যাও বাছা যাও, উপাড়ি ফেলাও
অই ক্ষুদ্র তরুবরে
এহেন ঘৃণিত, জীবন লাঞ্ছিত,
কাজ নি তাহার ধরে।
যতই সংসারে, পশিবি বাছারে
ততই দেখিবি হায়,
অধীন যে জন, কাটায় জীবন
জীয়ন্তে মৃতের প্রায়।
পদবী গৌরব, মর্য্যাদা-বিভব
নাহি থাকে কিছু তার,
হয়ে তেজোহীন, ফেলে নিশিদিন
অজস্র নয়ন-ধার।

পরিশিষ্ট।

মা ও ছেলে।

থিওডোর পার্কার আমেরিকার একজন স্বনাম-খ্যাত ধর্ম্ম-বীর। কথিত আছে একদা তিনি তাঁহার জননীর সঙ্গে কার্য্য-ক্ষেত্রে যাইতেছিলেন; তৎকালে কোন কূপজলে কতকগুলি কচ্ছপ ভাসিতেছে, দেখিতে পাইলেন। তিনি বালকসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া কচ্ছপগুলিকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রাণ বিবেকের অঙ্কুশা-ঘাতে কাঁদিয়া উঠিল। তখন বালক পার্কার ফিরিয়া আসিয়া জননীকে সমুদায় ঘটনা জানাইলেন। ধর্ম্মপরায়ণা জননী সমস্ত অবগত হইয়া শিশুপুত্রকে বিবেকের কথা বুঝাইয়া দিলেন।

অধ্যবসায়।

বেনকবর্ণের সমর-ক্ষেত্র—১৩১৪ খ্রীঃ—

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ডের অত্যাচারে স্কটলণ্ড দেশ যখন ভয়ানক উৎপীড়িত হইতেছিল, স্বজাতির উদ্ধারের জন্য

পরিশিষ্ট।

সেই সময় রবার্ট ব্রুসের অভ্যুত্থান হয়। স্কটলণ্ডবাসিগণ উপস্থিত বিপদে রবার্ট ব্রুসের স্বদেশ হিতৈষণা ও স্বজাতি-প্রেমিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই স্কটলণ্ডের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। এইজন্য স্কটলণ্ডবাসীদিগকে বিদ্রোহী মনে করিয়া প্রথম এড্‌ওয়ার্ড ও তাহার স্থলবর্ত্তীগণ আরও ভীষণতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাহাদের দারুণ অত্যাচারে রবার্টব্রুস হীনবল ও স্বদেশবাসীর উদ্ধারসাধনে বিফল-মনোরথ হইয়া হতাশ-হৃদয়ে দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। একদা তিনি ক্ষুণ্নমনে শায়িত আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে একটী উর্ণনাভ তদীয় সম্মুখস্থ প্রাচীরগাত্রে আরোহণ করিবার জন্য একাদিক্রমে একাদশবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কিন্তু দ্বাদশ বারের সময় ক্ষুদ্র মাকড়সা প্রাচীরগাত্রে আরোহণ করিল। রবার্ট ব্রুস নিবিষ্টচিত্তে ইহা দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার হতাশহৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় উৎসাহের সঞ্চার হইল।

নীতি-গাথা।

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)

মূল্য—৵১০ আনা মাত্র।

(Opinions of the Press and Public.)

NITI-GATHA,—This is a moral poetical class-book by Babu Jagat Chandra Sen, intended for beginners. It consists of some short instructive lessons embodied in simple and flowing verses, and will be an admirable text-book for our young boys.—*The Amrita Bazar Patrika, March 27th,*

This little book contains a number of short poems, the object of which is to inculcate moral lessons for the young by means of tales or epigrams. The versification is smooth, while some of the pieces are full of poetical thoughts.—*The Indian Mirror, May 13th,* 1893.

পুস্তকখানি বালকদিগের জন্য লিখিত; ভাষা সরল ও মধুর। বিষয়গুলি বালকদিগের পক্ষে উপযোগীই হইয়াছে। ইহাতে যে সকল নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বালক-

দিগের অবশ্য-শিক্ষণীয়। এই পুস্তক পাঠে যে বালকদিগের উপকার হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। নীতি-গাথা শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মহারাজ-কুমার বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানু-রাগী; সুতরাং পুস্তকখানি উপযুক্ত পাত্রে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

হিতবাদী।

পুস্তকখানিতে গল্পচ্ছলে পদ্যাকারে সুনীতি বিষয়ক উপ-দেশ সমূহ অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে যে কবিতা-গুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার ভাষা অতি সরল হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের বিশেষ উপকার হইমে; আশা করি, এ পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে।

সোমপ্রকাশ।

............নীতি-গাথা নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি কোমলমতি বালকবালিকাগণের শিক্ষার্থে প্রণীত হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কবিতা-গুলিতে বাস্তবিক কবিত্ব আছে, কেবল অক্ষর গণিয়া প্রস্তুত করা হয় নাই; কবিতার সহিত নীতিশিক্ষা দিতে হইলে সুকুমার বালকবালিকাদিগের পক্ষে এই পুস্তকখানিই বিশেষ

উপযোগী। পুস্তকের "প্রভাত সঙ্গীত" "ফুল" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

সুলভ দৈনিক।

পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইহার কবিতা-গুলি কোমল, প্রাঞ্জল ও মধুর। গ্রন্থকার সুকবি। কবিতাগুলি ছোট ছোট বালকগণের জন্য লিখিত, বালকদিগের সম্পূর্ণ উপ-যোগী হইয়াছে, আমরা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পারি। এই অকাল কুষ্মাণ্ডের দিনে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতি, ২৪শে পৌষ ১২৯৯ সাল।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে বালক বালিকার প্রতি কয়েকটি হিতোপদেশ আছে! ইহা প্রাঞ্জল ও সুশ্রাব্য পদ্যে লিখিত। ইহা উহাদিগের পাঠের উপযোগী হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত কোন কোন পদ্য অতি মনোরম! ইতি ২ মাঘ ১২৯৯ সাল।

বৈদ্যনাথ দেওঘর, শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

নীতিগাথার কবিতাগুলি সরল ও নীতিপূর্ণ। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রচনা-মাধুর্য্যে গ্রন্থখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইতি ৯ই মাঘ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বালক বালিকাদিগের সুকুমার হৃদয়ে নীতির বীজ রোপণ করিতে হইলে সরল গল্পের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। ঐ সঙ্গে ছন্দের ঝঙ্কার মিশাইলে নীতি শিক্ষা আরও উপাদেয় হয়। অর্থাৎ সুললিত ছন্দোনিবদ্ধ সরস গল্পই নীতি শিখাইবার প্রকৃষ্ট সাধন। আমাদিগের পঞ্চতন্ত্রে ও গ্রীকদিগের ঈসপের গল্পে এই প্রণালীরই অনুমোদন দৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে গল্পের ভাষাও সরল হওয়া আবশ্যক। নির্ম্মলা সংস্কৃত শব্দ যত অল্প থাকে ততই ভাল।

আপনার নীতি-গাথা পড়িয়া দেখিলাম আপনি অনেকাংশে ঐ পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন। গাথা স্থানে স্থানে বেশ মনোরম হইয়াছে। ইতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নীতি-গাথা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশংসা পত্র এখানে স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেল না। বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

নীতি-গাথা

তৃতীয় ভাগ।

(উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী)

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন প্রণীত।

৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে

এম্, এম্, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY K. C. DATTA AT THE BRAHMO MISSION PRESS

211, CFRNWALLIS STREET.

1894.

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

শোক-স্মৃতি।

৺ মহারাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর।

জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দিনে যাঁহার সহৃদয়তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি, দেব-প্রভাবে যিনি আমার হৃদয়-রাজ্য চিরকালের জন্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, দূরস্থ হইয়াও যিনি অতি নিকটস্থ বন্ধুর ন্যায়, সদ্‌গুণ-কলাপে আমাকে অনুপ্রাণিত রাখিতে যত্নবিধান করিতেছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পরলোক-গত মহাপুরুষকে আজ কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, জানি না। তোমার সহিত আমি কি সম্বন্ধে সংস্থাপিত, তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। "তুমি উপকারী" "আমি উপকৃত" শুধু একথা বলিলে যেন হৃদয়ের অতুলনীয় ভাবোচ্ছ্বাস কিছুমাত্র স্পষ্টীকৃত হয় না। অসীমত্ব বুঝাইতে, সসীমত্বের ধারণা আসিয়া মনে উপস্থিত হয়; সান্নিধ্য দেখাইতে যেন দূরত্ব প্রকটিত হইয়া পড়ে। তবে তুমি আমার কে? তুমি নন্দন-পরিসেবিত দেবতা; আমি নরক-নিমজ্জিত নর; তুমি স্বার্থ-বিবর্জ্জিত মহাপুরুষ; আমি আত্ম-সুখান্বেষী স্বার্থপর; তুমি বিশ্বপ্রেমিক উদার, আমি আত্ম-প্রেমে সঙ্কীর্ণ-হৃদয়; তুমি গুরু, আমি শিষ্য; তুমি উপাস্য, আমি উপাসক; তুমি যোগী, আমি ভোগী; তুমি দেব, আমি নর; তুমি তুমি, আমি, আমি; তোমায় আমায় এত ব্যবধান!! কিন্তু এই ব্যবধানেই আমাদের সম্বন্ধের মধুরতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এ ব্যবধান, সান্নিধ্য হইতেও বাঞ্ছনীয়। তুমি

দূরে থাকিয়া আকর্ষণ করিতেছ, আমি তাহাতেই নরক হইতে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট হইতেছি; তুমি নিকটে থাকিয়াও দূরত্ব ব্যঞ্জন করিতেছ, সেহেতু আমি সঙ্কীর্ণ হইয়াও দূরত্বের অনুসন্ধান পাইতেছি। যে দিন এ ব্যবধান তিরোহিত হইবে, সে দিন হইতে উন্নতির পথে আমি অচল হিমাচলের ন্যায় একস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিব। কেবল তাহাই নয়; তোমার স্বর্গ তখন আমার নরকের পাপস্পর্শে কলুষিত হইবে। সুতরাং আমি তাহা চাই না। তুমি দূরে থাক, আমি তোমায় পূজা করি—কিন্তু তুমি আজ কোথায়!!

মহাপুরুষদিগের জীবনে কয়েকটী ঘটনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সঙ্কল্প-সংসাধনে বিশ্ব-বিজয়ী-মহাবীর। একবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করেন, তৎসম্পাদনে তাঁহারা প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। পরমুখাপেক্ষী হইয়া কাজ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ব নহে। কর্ত্তব্যের পথে যখন সমস্ত সংসার কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তখনও তাঁহারা অবিচলিত থাকিয়া বলিতে থাকেন, "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, চলিব শুনিয়া তাঁহারি ডাক।" তাঁহারা সক্ষম, সুতরাং নির্ভীক। আর একটী লক্ষণ এই যে, এই বিবিধ-বিপ্লব-পরিবেষ্টিত ভবারণ্যে মহাপুরুষেরা অতি সন্তর্পণে আপনাদের 'স্বাতন্ত্র্য' সংরক্ষণ করিয়া চলিয়া থাকেন; তাঁহারা স্বাধীন। আত্মাদর তাঁহাদের প্রাণে, এক মোক্ষ-প্রদায়িনী সঞ্জীবনী শক্তি। তাঁহারা নিজকে সম্মান করিতে জানেন, সুতরাং পরের সম্মান মর্য্যাদা তাঁহাদের নিকট সম্যকরূপে বজায় থাকে। তুমি তাহা

জানিতে, সুতরাং তুমি আমার পূজনীয়। তৃতীয়তঃ তাঁহারা অকপট বা অসরল নহেন; যাহা বলেন কিম্বা করেন, তাহা তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ হৃদয়স্পর্শী, কারণ সেগুলি সহৃদয়তার পরিব্যক্তি মাত্র। এ সকল উপাদানে বিনির্ম্মিত বলিয়া তাঁহারা আত্ম-বিস্মৃত স্বদেশ-প্রেমিক। হে দেব, তোমাতে এ সকলই বীজমন্ত্ররূপে বিদ্যমান ছিল, সুতরাং তুমি একজন মহাপুরুষ ছিলে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সদ্‌গুণ সকল সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? তুমি যত দূরেই থাক না কেন, আমি কিন্তু তোমাকে আজ অতি নিকটে উপলব্ধি করিতেছি। এই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তুমি চির বিরাজিত রহিয়াছ। তুমি যে বীজ-মন্ত্র শিখাইয়াছ, তাহার সম্যক্ পরিপালন আমার সাধ্যায়ত্ত কি? সর্ব্বদা তুমি নিকটে থাকিয়া সাহায্য করিও এই প্রার্থনা। যদি এ জীবনে কোন দিন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয় তবে দেখাইব, তুমি আমার হৃদয়ের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছ। আর যদি ইতিমধ্যে আমার জীব-লীলা সম্বরণ করিতে হয়, দেখিতে দেখিতে আমার অতীত সুখ-স্বপ্নের মত এই সুদূর-সমাগত আশার ঝঙ্কার ও নিরাশার অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়, তাহা হইলে যেন এই কয়েক পংক্তি পড়িয়াই সকলে বুঝিতে পারেন, যে মানুষ সহৃদয়তায় পরের চরণে আত্ম-বিক্রীত হয়।

তোমারই স্নেহ-পালিত

শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন।

নীতি-গাথা।

তৃতীয় ভাগ।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

মধুর প্রভাতে অরুণ-বিভাতে,
শিশিরে, কুসুম-দলে,
নিশীথ আকাশে তারকা বিকাশে,
বিমল বিমান তলে;
বিহগ-কূজনে, পুষ্পিত কাননে,
নবীন নীরদে হায়,
চপলা চমকে, পবনে, পাবকে,
বিশাল বারিধি গায়;
অণুতে মরুতে, প্রলয় মারুতে,
ভুবন সৃজিত যাঁর,
শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে,
দেখিনু স্বরূপ তাঁর।

পিতৃ-ভক্তি।

ধন্য তুমি রামচন্দ্র ত্রিলোক-রঞ্জন,
রাখিলে জগতে এক কীর্ত্তি অঘটন।
কাটিতে পিতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পাশ,
সাম্রাজ্য-সম্ভোগ ছাড়ি গেলে বনবাস।
রাজোচিত বেশভূষা করিয়া বর্জ্জন,
পরিধান করিলেক বল্কল বসন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে যাপন করিলে,
কন্দ-মূল-ফল খেয়ে জীবন ধরিলে।
নৃপতি-নন্দন হ'য়ে তাপসের বেশে,
ঘুরিলে কতই তুমি কাননে বিদেশে।
প্রাণান্তক কত কষ্টে কাটা'লে জীবন
ধন্য তুমি রামচন্দ্র ত্রিলোক-রঞ্জন।

ভ্রাতৃস্নেহ।

কোথা যাও তুমি শিশো! সুমিত্রা-নন্দন
সুকুমার অঙ্গে ভস্ম করি বিলেপন?
কুসুম-কোমল-কান্তি সুষমার স্থান,
এ দেহে সাজে কি দেব জটা-পরিধান?
তরুণ বয়সে আহা! হ'লে তপোধন,
জীবনের যত সুখ দিলে বিসর্জ্জন!

সহোদর-প্রেম তব হৃদয়ে প্রবল
করিল তোমায় কিহে এতই পাগল ?

প্রভাতে প্রকৃতি।

সঞ্চরে সমীর মৃদু স্নিগ্ধ সুশীতল,
অরুণ পূরবাকাশে
তরুণ কিরণে হাসে,
নীলজলে শোভে শত বিকচ কমল ;
লতায় পাতার কোলে
শিশির মুকুতা দোলে,
অদূরে তটিনী ছুটে করি কল কল ;
প্রফুল্ল প্রসূন-বাসে
প্রমোদে কানন হাসে,
হরষে বিটপী ফেলে নয়নের জল ;
হেরি দূরে দিবাকরে
বিহগ কাকলী করে,
জাগিল এ বিশ্বপুর আনন্দে বিভল,
উষার অধরে হাসি ফুটিল অমল।

মহেশ-মহিমা।

অনন্ত জগতময় একি মহারোল !
চরাচরে চারিধারে,
—অন্তহীন পারাবারে
উঠিয়াছে কেন এই মহান্ কল্লোল ?

সুদূর বিমানে অই তারা অগণন,
কোটী গ্রহ শশধর,
কোটী সূর্য্য দীপ্তিকর,
এক তানে করে কার মহিমা কীর্ত্তন ?

হেথায় বসুধা ষড়-ঋতু-বিমণ্ডিত,
নিশিদিন এত করে
কাহার অর্চ্চনা তরে
হ'য়ে আছে ফুলে ফলে সুন্দর সজ্জিত ?

নগেন্দ্র-সম্ভবা অই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
কল কল নাদে হায়
কি গান গাহিয়া যায় ?
কাহার নিদেশে করে শীতল মেদিনী ?

বিকশি প্রসূন রাশি কাননে কাননে,
কার হাসি মেখে গায়
ভুবন ভুলাতে চায় ?
বিতরে সৌরভ-সুধা মৃদুল পবনে ?

নিবিড় জলদ-জালে চপলা-দামিনী,
আশীস্ পাইয়া কার
হাসে সুখে আপনার ?
গরজে জীমূত-মন্ত্রে ঘন-সোহাগিনী ?

চারিদিকে কেন আজ উৎসব অপার?
শুধু রব জয় জয়
উঠেছে ভুবনময়,
উথলিত এ উচ্ছ্বাস প্রেমেতে কাহার?

কর্ত্তব্য-নীতি।

নিদ্রার আবেশে আমি দেখিনু স্বপন
কেবলি মাধুরীময় মানব-জীবন।
জাগিয়া দেখিনু একি সকলি যে ভুল,
কর্ত্তব্য-সাধন শুধু জীবনের মূল।

কুসংসর্গ।

রে মন্থরে মায়াবিনি! অমঙ্গল বিধায়িনী,
কোথা হ'তে আইলি হেথায়?
কৈকেয়ীর কাছে ছিলি, গরল ঢালিয়া দিলি
কেমনে সে সরল হিয়ায়?
সোণার পুরীতে পশি, বল ওরে পাপিয়সি!
সর্ব্বনাশ কেন কৈলি তার?
কি লাভ হইল তোর, কেন নরকের ঘোর
করিলি বা পথ পরিষ্কার?
কি দোষ করিল রাম, নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম,
এ বিদ্বেষ কেন তার'পরে?

সরলা অবলা নারী কৌশল্যা, কেন বা তারি
বিষ-শেল বিঁধিলি অন্তরে ?
বৃদ্ধ রাজা দশরথ, কেন তার মনোরথ
ভেঙ্গে দিলি নিঠুর হইয়া ?
শেষ তার কি করিলি, জীবন কাড়িয়া নিলি,
শূন্য দেহ রহিল পড়িয়া !
খলের অসাধ্য হায়, কিছু নাই বসুধায়,
দেখাইলি নিজের জীবনে,
থাক্ তুই কুহকিনি ! হ'য়ে ঘোর কলঙ্কিনী
চিরকাল বিদিত ভুবনে।

সুখ ও দুঃখ।

মানবের ভবিতব্য কে বলিতে পারে
জগতের গতি-বিধি করি দরশন,
জীবনের দীর্ঘ-পথে দারুণ সংসারে
হ'তে পারে কত তার উত্থান পতন ?

আজি যাঁর সুবিমল সুধাংশু বদনে
উথলিত সুখময় প্রীতি-পারাবার,
কে বলিবে কালি তার যুগল নয়নে
বহিবেনা অবিরল শোক-অশ্রুধার ?

সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কে সুখ-শয্যায় শায়িত
আজি যিনি একচ্ছত্র ধরণী ঈশ্বর,
কে জানে মুহূর্ত্তে তার অহঙ্কার-স্ফীত
না হইবে নত শির, ধূলায় ধূসর?

আজি যার হাসি মুখে, কালি হাহাকার,
আজি যে ভিখারী, কালি কুবের ঈশ্বর!
আজি যে মিলনে সুখী, কালি সে আবার
বিষম বিরহে হয় ব্যথিত কাতর!

মানবের সুখ দুঃখ কে বলিতে পারে
আবরি ফেলিবে কার জীবন কখন?
বুদ্ধ যারা, বিনশ্বর সংসার মাঝারে
খুঁজি লয় নিত্য যাহা শান্তি-নিকেতন।

সীতা।

যাও তুমি যাও, কাঁদিয়া বেড়াও
সুদূর গহন বনে,
তোমার মতন, দুখিনী এমন
নাই বুঝি ত্রিভুবনে!
জনক-নন্দিনী ছিলে বিষাদিনি!
রামের প্রেমের জায়া,
হ'বে রাজরাণী —কৈকেয়ীর বাণী
কাননে সঁপিলে কায়া,

পঞ্চবটী বনে, সুখে স্বামীসনে
ছিলে হে তাপসী বেশে,
কপাল ভাঙ্গিল, রাবণ হরিল,
কাঁদিলে চেড়ীর দেশে।
বিরহ কাতর রাম-ধনুর্দ্ধর,
সাগর বাঁধিয়া হায়!
উদ্ধারি আনিল, সুখ উপজিল,
গেলে ফিরি অযোধ্যায়;
আহা অকস্মাত্, অশনি-সম্পাত
হইল তোমার শিরে,
ঘোর পরমাদে, লোক অপবাদে
ভাসিলে নয়ন-নীরে।
ছিলে গর্ভবতী, তবু রঘুপতি
বর্জ্জিল নিদয় মনে!
যাও তবে যাও, কাঁদিয়া বেড়াও
সুদূর গহন বনে।

মানব-জীবন।

সুনীল বিমানে মৃদু তারকা যেমন
দেখিতে দেখিতে হায়
কোথায় ছুটিয়া যায়,
কোথায় মিশিয়া যায় জন্মের মতন!

অথবা বসন্তে সুখে নিকুঞ্জ কাননে,
কুহু কুহু গেয়ে গান
কোকিল মধুর-তান
নিমেষে লুকায় কোন বিজন গহনে!

কিম্বা জলবিম্ব যথা সাগর শয্যায়
ক্ষণে উঠে ক্ষণে হায়
কোথায় মিশিয়া যায়,
শেষ তার কোন চিহ্ন না থাকে ধরায়!

তেমতি নশ্বর এই মানব-জীবন,
দুদিনের হাসি খেলা,
দুদিনে ফুরায় মেলা,
নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায় নিশার স্বপন।

নরকপাল।

রূপধনে অভিমানী নৃপ একজন
গিয়াছিল মৃগয়ায় গহন কানন;
তথায় দেখিল দিব্য জটাজুটধারী
মহান্ পুরুষ এক শ্মশান-বিহারী,
নৃকপাল করে নিয়ে কি যেন তাহায়
দেখিতেছে লক্ষ্য করি, বুঝা নাহি যায়।
ধীরে ধীরে নৃপ গিয়ে নিকটে তাহার,
জিজ্ঞাসে বিদ্রূপচ্ছলে কারণ ইহার।

সন্ন্যাসী ভ্রূকুটী করি করিল উত্তর,
"জানিবার ইচ্ছা ছিল ওহে নৃপবর,
রাজার কি কাঙ্গালের অস্থি পড়ি এই,
এতে কিন্তু প্রভেদের চিহ্ন কিছু নেই।"
নিমেষ মাঝারে তবে ঘুচিল রাজার,
রূপ-বিভবের যত ছিল অহঙ্কার।

যুধিষ্ঠির।

('অশ্বত্থামা হত ইতি' উপলক্ষ্য করিয়া)

একদিন—এ জীবনে শুধু একদিন,
করিয়াছি সত্যত্যাগ চরিত্র মলিন;
ছাড়িয়াছি লক্ষ্য-পথ স্বার্থ-পিপাসায়,
ভুলিয়াছি পারত্রিক, ঐহিক চিন্তায়।
আজীবন পুণ্যপথে করি বিচরণ
ভেবেছিনু এ জীবন করিব যাপন;
দেখাব জগতে কত প্রতিজ্ঞার বল
ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব প্রেম অবিচল;
হয় হউক এ সংসার প্রলয়ে বিলীন,
হইব বা ধনজন-আত্মীয়-বিহীন,
দিতে হয় দিব প্রাণ সুখে বিসর্জ্জন
জগতে ধর্ম্মের রাজ্য করিতে স্থাপন।
এ সঙ্কল্প ছিল সদা জাগরূক প্রাণে
অনলে সলিলে কিম্বা ব্রততী-বিতানে।

সহসা ভাঙ্গিয়া গেল সে সুখ-স্বপন,
কতদূর অভাগার হইল পতন!
রে দারুণ কুরুক্ষেত্র! কি বলিব আর
করিলি না সর্ব্বনাশ কতই আমার!
বারেক কুসুমে কীট করিলে দংশন,
কতক্ষণ পৃথিবীতে ধরে সে জীবন?
ধীরে ধীরে ঝড়ি পড়ে ধরণী উপর
বৃন্ত-চ্যুত গন্ধ-হীন প্রসূন সুন্দর।
মরমে পশিয়া কীট করেছে দংশন,
অবিরাম ঝরিতেছে তাই দুনয়ন।
দীর্ঘপথে একবার স্খলিত-চরণ
হয় যদি বসুধায় মানব কখন,
আর তার উঠিবার না রহে শকতি,
আজীবন ভগ্ন-প্রাণে সহে দুরগতি।

পাপ-পিশাচী।

দূর হ'তে মনোরমা, দরশনে অনুপমা,
পরশনে যাতনা-দায়িনী,
অধরে মধুর হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
ফুলদলে যেন রে ফণিনী।
সুকণ্ঠে অমিয়া ঝরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ইঙ্গিতে বিপথে লয়ে যায়,

ফেলিয়া কঠোর ফাঁদে, রাক্ষসী মনের সাধে
মানুষেরে পুতুল নাচায়।
শ্মশান চাপিয়া বুকে, নিশি দিন শত দুখে,
ফেলে পাপী নয়নের জল,
সে দশা দেখিয়া তার, না ঝরে নয়ন কার?
হায় পাপী এতই দুর্ব্বল!
প্রলোভন নামে তার সেনাপতি, দুরাচার,
অতিশয় দুর্জ্জয় সমরে,
তারি বিষ শরাঘাতে, মুগ্ধ নর এ ধরাতে
পরীক্ষার সংগ্রামে শিহরে।
বীরধর্ম্ম পরায়ণ, শুদ্ধ-বোধ যেই জন
তিতিক্ষার লয় সে আশ্রয়,
বৈরাগ্যের খরষাণ করেতে তুলিয়া বাণ,
সহুঙ্কারে রণে রত হয়।
জীবনে মরণে তার, শিরে থাকে অনিবার
ধরমের পতাকা উড্ডীন,
তারি পানে চেয়ে চেয়ে, নিরাশায় আশা পেয়ে,
যুঝি রণে কাটি যায় দিন।

অনুতাপ।

অনলে বিশুদ্ধ হেম, তাপে তপ্ত প্রাণ,
উভয় দুর্লভ, পূত, জগতে মহান।
পাষাণ গলিতে পারে, যদি কর তায়
বিসর্জ্জন জ্বালাময় জ্বলন্ত শিখায়।

অবিরত পাপাচারে কঠিন যে প্রাণ,
জেলে দেও যুগপত্ সে হৃদে শ্মশান।
পাষাণ হৃদয় গলি হ'বে অশ্রুজল,
ঝরিবে তা দুনয়নে, হইবে শীতল।
চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ দেখি অন্ধকার,
কি লাভ নয়ন মুদি বাড়া'য়ে আঁধার?
আলোক পাইবে যদি জ্বাল হুতাশন,
দূরে যাবে হা হুতাশ—পাইবে জীবন।

দুর্য্যোধন।

(উরুভঙ্গ)

দুরজয় অভিমানে ওরে দুষ্টমতি
মজিলি, মজালি সবে, গেলি রসাতল,
কূট-চক্রে আপনার এই পরিণতি
ঘটিল, ঝরিল পাপি! নয়নের জল।

পাপাসক্ত মানুষের হৃদয় যখন
থাকে মত্ত প্রলোভনে, স্বপনে বিভোর,
এ ঘুম ভাঙ্গিলে তার ভাবে না কখন
জ্বলিবে হৃদয়ে বহ্নি জ্বালাময়ী ঘোর।

তেমতি রে পাপি! তুই রাজ্য-পিপাসায়
করিলি না কত হায় দুষ্কার্য্য সাধন!

জেলে দিলি বিগ্রবহ্নি পুণ্য-হস্তীনায়
শেষ তার কুরু-রক্তে হইল তর্পণ।

মনে পড়ে সেই দিন গান্ধারী-নন্দন,
যুধিষ্ঠির-জিত হ'য়ে পাশব খেলায়
করেছিলে যেই দিন কেশ-আকর্ষণ
দ্রৌপদীর, নৃপকুল-বেষ্টিত-সভায় ?

জননার জতু-গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ
করেছিলে কতই না যুক্তি উদ্ভাবন ?
কেড়েনিলে বীর-বাহু পার্থের পরাণ
ব্যূহ-চক্রে, বীরবর হয় কি স্মরণ ?

কলঙ্ক-কালিমা-পূর্ণ জীবনী তোমার
চিরদিন এ জগতে হ'বে বিঘোষিত,
ভুঞ্জ পাপি! দুষ্কৃতির ফল আপনার,
"কার্য্যানুযায়িনী সিদ্ধি" জগতে বিদিত।

গর্ব্বিত ধনী।

ভাবিয়াছ সুখে দিন যাইবে তোমার
অক্ষত শরীরে চলি যাবে ভবপার ?
এমনি ঐশ্বর্য্য-ভোগে কাটাইবে কাল
সহিতে হ'বে না কোন ভবের জঞ্জাল ?

এমনি প্রকৃষ্ট করি সবার উপর
সঙ্গে দিবে পৃথিবীর খেলা নবেশ্বর ?
এমনি পরের অশ্রু করিয়া পাতন
করিবে আপন অঙ্গ তাহে প্রক্ষালন ?
মূর্খ তুমি, চেয়ে দেখ, অই যে ভীষণ
আসিছে করাল কাল ঘূর্ণিত-লোচন।
নশ্বর এ জীব লীলা নিমেষে তোমার
হয় বুঝি কবলিত কবলে তাহার।
কোথা রবে ধনজন বৃথা অহঙ্কার
কোথা রবে এ ভ্রূকুটী নিরর্থ তোমার !
কোথা রবে এ সকল বিলাস-সাধন
অন্তিম শয়নে আঁখি মুদিবে যখন।
পথের ভিখারী আর কুবের ঈশ্বর
হ'য়ে যাবে এক, কিছু রবে না অন্তর।
বারেক মুদিলে আঁখি মেলিবে না আর,
শ্মশান হইবে শয্যা শান্তির আধার।

অভিমান।

অভিমান ! থাক তুমি নিকটে আমার;
অহঙ্কার—অশ্রুজল,
দাম্ভিকতা-অনল,

দূরে যাক্ এ হৃদয় করি পরিহার,
অভিমান! থাক তুমি নিকটে আমার।

বিভব কি আছে ভবে মর্য্যাদার মত?
"সংসারের অকিঞ্চন
আমি ক্ষুদ্র একজন,
আমারো 'স্বাতন্ত্র্য' এক আছে বিধিমত"
অভিমান! দেও জ্ঞান আমারে নিয়ত।

চাহি মুখ অপরের, কর্ত্তব্য পাশরি,
না চাহি করিতে আর
সর্ব্বনাশ আপনার,
জ্বালাও ভীষণ বহ্নি, ফেলুক আবরি
অন্ধকার এ হৃদয়, বাঁচি কিম্বা মরি।

পাপে তাপে ডুবি যদি যাই রসাতল,
তাপিত বিদগ্ধ হিয়া
থেকো তুমি আবরিয়া,
ঝরিবে বিজনে বিন্দু নয়নের জল,
জানিবে না কেও, তুমি থাকিও প্রবল।

অনশনে যাক্ প্রাণ ক্ষতি নাহি তায়,
নিশিদিন অনুক্ষণ,
পরপদ-বিলেহন,

হতাদর হ'য়ে যেন না করি ধরায় ;
'আমি আছি' এই জ্ঞান থাকুক বজায়।

সাধুতা।

চন্দ্রকর-বিভূষিত-যামিনীর মত
সতের হৃদয় থাকে প্রফুল্ল নিয়ত।
শুদ্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার সে হৃদি-মন্দির
বিরাজে প্রতিমা তাহে জগত-পতির।
সংসার-সন্তাপ-দূর সে প্রাণের আশা,
মহামন্ত্র-"আত্মদানে জীবে ভাল বাসা।"
বিশ্বপ্রেম সাধুদের হৃদয়-ভূষণ,
আত্মময় করে তারা সংসার দর্শন।
অন্যায়ের অভ্যুদয় নিবারণ তরে
করে সুখে আত্ম-দান ন্যায়ের সমরে।

বিকর্ণ।

পরিহর এ সঙ্কল্প গান্ধারী-নন্দন,
হুতাশন জ্বালি তায়
কেন পতঙ্গের প্রায়
দিতে চাও আপনায় চির-বিসর্জ্জন ?

জিগীষু এতই যদি হৃদয় তোমার,
একি হে উচিত কাজ
মহাবল কুরুরাজ ?
অবলার প্রতি কেন পাশব ব্যভার ?

ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি করিয়া ধরায়,
সহি লাজ অপমান
কেমনে ধরিবে প্রাণ ?
পরিণাম চিন্তা কিছু করিলে না হায়।

যে অনল নিজ হস্তে করিলে বিস্তার,
নিমেষে এ কুরুবংস
নিশ্চয় করিবে ধ্বংশ,
'ধর্ম্মে নাহি সহিবেক হেন অত্যাচার।'

ধিক্ তোমা শতধিক শকুনি মাতুল,
এই কি তোমার কাজ ?
বিপদ ঘটালে আজ,
নাশিলে আপন হস্তে মহাকুরুকুল !

দুষ্টমন্ত্রে দুর্য্যোধনে করি অচেতন,
কেন বল অকারণ
সর্ব্বনাশ সংসাধন
পাশব ক্রীড়ায় আজ করিলে এমন ?

নাই কি হে এ জগতে তিল ধর্ম্ম আর?
হইয়াছে বসুন্ধরা
পাপে পূর্ণ কলেবরা?
প্রলয় মহান্ এক নিকটে দুর্ব্বার?

মূর্খ সবে, ভাবিয়াছ দুষ্কৃতির ফল
ভুঞ্জিতে হ'বে না আর;
চিরদিন আপনার—
রবে শির সমুন্নত, দৃপ্ত ভুজ বল!

সহসা হইবে সর্ব্ব দর্প চূরমার
অনুচিত যত গর্ব্ব
সকলি হইবে খর্ব্ব,
ধর্ম্মে নাহি সহিবেক হেন অত্যাচার।

বিদুর।

বসুধা গো একবার দ্বিধা হও, কোলে নেও
দুর্ব্বহ হৃদয়-ভার চিরতরে কেটে দেও।
সন্তাপিত এ জীবন পারি না বহিতে আর,
প্রজ্বলিত হুতাশনে হইলাম ছারখার।
তুচ্ছ এই রাজভোগ, কলঙ্কিত সিংহাসন,
থাক সুখে অভিমানী মূঢ়মতি দুর্য্যোধন।
বেড়াইব বনে বনে দীনবেশে চিরদিন,
ভিক্ষালব্ধ মুষ্টি অন্নে যাপিব যামিনী দিন;

অনশনে এ জীবন বরঞ্চ করিব ক্ষয়,
এ পাপ পুরীতে তবু বসতি বিধেয় নয়।

শিশুর সরলতা।

কে তোরে শিখালো এত স্নেহ অভিনয়,
এমন মধুর ভাষা,
অকপট ভালবাসা,
এতদূর মিশামিশি, হৃদি-বিনিময় ?
আদর আব্দার রাশি,
সুবিমল সুধাহাসি,
"মন-প্রাণ কেড়ে লওয়া" ; সুন্দর এমন
কে তোর গড়িল অই পবিত্র জীবন ?

কোন এক দেব-জ্যোতিঃ লইয়া পরাণে
হাসিস্ নাচিস্ ওরে
কাছে এত ঘুরে ঘুরে ?
জুড়ালি তাপিত প্রাণ মধুর আহ্বানে !
সুকোমল প্রাণ তোর
কি ভাবে হয়েছে ভোর ?
কি আশায় এত মত্ত হয়েছিস্ বল
আপনার ভাবে এত কেন রে বিভল ?

কি যেন বাসনা তোর জাগিয়াছে প্রাণে,
কি যেন কিসের লাগি
হ'য়েছিস্ আত্মত্যাগী,
কোন্ এক সিদ্ধি-হেতু ডুবেছিস্ ধ্যানে।
তাই এত প্রাণ মন
করেছিস্ সমর্পণ
নিবাইতে সংসারের অশান্তি-দহন,
তরুণ বয়সে তাই আত্ম-বিস্মরণ!

ভাবিয়াছ এ ভাবেই যাবে চিরদিন!
আপনার সুখ ভুলি
হৃদয়-ভাণ্ডার খুলি,
অযাচিত প্রেমদানে বাড়াইবে ঋণ!
প্রীতির নিগড় দিয়া
বাঁধিবে সবার হিয়া,
উদার প্রেমের নীতি শিখাবে ধরায়,
মজি রবে বিশ্ব প্রেমে প্রমোদ খেলায়

সংসারের স্বার্থ-বুদ্ধি, প্রতারণা যত.
ছোট বড় আদি জ্ঞান,
অহঙ্কার, অভিমান,
কুটীল—জটিল-নীতি ব্যভিচার কত,
আসিবে না কাছে তোর
দুশ্ছেদ্য প্রণয় ডোর

রহিবেক অবিচ্ছিন্ন পরের কারণ,
ভেবেছিনু বিশ্বপ্রেমে থাকিবি মগন!

পাপের কলুষে আজো পবিত্র হৃদয়
হয় নাই কলুষিত;
প্রতারিত বিড়ম্বিত
এখনো সংসার-চক্রে হওনি নিশ্চয়।
রহিয়াছ দূরে দূরে
কল্পনার মধুপুরে;
জগতের গতিবিধি করি অবেক্ষণ
আজো বটে হও নাই প্রেমেতে কৃপণ।

আসিয়াছে একদিন পরীক্ষার কাল,
সংসার ধূলায় পড়ি
যাবি যবে গড়াগড়ি,
চারিদিকে দেখিবি রে কত কি জঞ্জাল!
আপনা ভাবিস্ যারে
ছাড়িতে হইবে তারে
কাল সর্প করি জ্ঞান গরল-উদ্গারী,
অরির চরণে হ'বি আশ্রয়-ভিখারী।

অই যে ফুটন্ত হাসি সুন্দর বদনে
বিষাদের কালিমায়
ঢেকে যাবে হায় হায়!

সংসার-সন্তাপে অশ্রু ঝরিবে নয়নে।
স্বপন ভাঙ্গিলে হায়!
এ জীবন বসুধায়,
মৃতপ্রায় কোন মতে করিবি কর্ত্তন
শান্তি-হীন, সঙ্কুচিত, লয়ে ভগ্নমন।

এত যে সকলে আজ করে সমাদর,
কিছু না রহিবে তার;
দুনয়নে অশ্রুধার
হাসি-বিনিময়ে হ'বে নিত্য-সহচর;
প্রেমের প্রত্যাশী যারা,
বিতরিবে শুধু তারা,
সাবধানে আত্মপ্রেম তোমারে ধরায়
যতক্ষণ নিজ স্বার্থ থাকিবে বজায়।

তোষামোদ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-আচরণ,
শঠতা চাতুরী যত,
একে একে অবিরত,
আততায়ী রূপে তোমা করিবে বেষ্টন;
জীবনের সে সংগ্রামে
সাবধান! পরিণামে
বিজিত, লাঞ্ছিত, যেন না হও ধরায়,
কর মন আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।

সময়।

সময় অসীম এক পয়োধি-মহান্,
কত রত্ন শুক্তিজের পুণ্যময় স্থান।
ইহারো প্রশান্ত বক্ষে মৃদু মন্দ বায়
মৃদুল লহরী তুলি নাচিয়া বেড়ায়;
অনুকূল সে হিল্লোলে মানুষ তখন
করে যত্নে আপনার উৎকর্ষ সাধন।
উদ্বেলিত হয় নীর ইহারো কখন
বহিলে প্রলয়-রূপী ভীম প্রভঞ্জন;
সতর্কিত কর্ণধার তরণি তাহার
বাহি যায় সাবধানে ভবার্ণব পার।
ইহাতে ও আছে মগ্ন-শৈল বিরাজিত,
তরণ বিপথ-গামী, হয় নিমজ্জিত।
সময়-সাগর-নীরে জীব অগণন,
করিতেছে নিশিদিন সুখে সন্তরণ।
কৃতী যাঁরা, জ্ঞান লাভে তৃষিত-হৃদয়,
অতলে ডুবিয়া রত্ন করে উপচয়।

ভীষ্ম।

যাও আজ বীরবর, জগতে তোমার,
হইবে অনন্তকাল মহিমা প্রচার।
থাকে বল ক'জনার প্রতিজ্ঞা এমন,
অটল, অচল সম, জন্মের মতন?

বীরধর্ম্ম তোমাতেই ছিল প্রতিষ্ঠিত,
বীরোচিত কার্য্য তব হ'ল প্রকটিত।
সংসারে মানব যারা হীন দুর্ব্বল,
প্রতিজ্ঞা তাদের দেখি নিয়ত চঞ্চল।
সিন্ধু-নীরে ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মত,
সঙ্কল্প তাদের হৃদে জেগে উঠে কত।
বিপদ সম্পাতে তারা কোথায় লুকায়,
সময়ের স্রোতে নর ভাসিয়া বেড়ায়।
বীরবর, বীরধর্ম্ম দেখালে মহান্,
প্রতিজ্ঞায় হিমাচল পুরুষ প্রধান।

অভিমন্যু।

(চক্রব্যূহ)

চতুরঙ্গে বিনির্ম্মিত, নানা অস্ত্রে ঝলসিত,
কণ্টকিত যেন ঘন বন,
ভানুকর-বিভাসিত, দূর-অদ্রি শ্রেণী মত
চক্রব্যূহ দিল দরশন।
অনীকিনী পারাবার, দেখি, রশ্মি আপনার
নিল করে শার্দ্দূল-তনয়,
ইরম্মদ বেগে রথ, পরিষ্কার করি পথ
প্রবেশিল, সাহসে দুর্জ্জয়।
ভীম বজ্রাঘাতে হায়, মহা শৈলমালা প্রায়
চূর্ণ হ'ল ব্যূহের প্রাচীর,
গজ অশ্ব রথ যত, বেগে তৃণ মুষ্টি মত
দূরে ক্ষিপ্ত করিল সে বীর।

শৈল অবরোধ ছাড়ি, ভীম নাদে হুহুঙ্কারি
মহানদ পশিলে সাগরে,
ফেনিল পয়োধি-নীর, হয় যথা সমধীর
উদ্বেলিত আশঙ্কায়, ডরে।
কুমার সে মহাহবে, সবেগে পশিল যবে,
কুরু সৈন্য হ'ল প্রকম্পিত,
দাঁড়াইয়া চারি ধারে, স্তরে, স্তরে, চক্রাকারে,
রথিগণ রহিল বিস্মিত।
বহির্ম্মুখ অন্তর্ম্মুখে, সৈন্য শ্রেণী দুই মুখে
সুসজ্জিত রহিয়াছে রণে,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ কত, চক্রাকারে শত শত
শোভিতেছে সমর প্রাঙ্গণে।
আয়ুধ-অরণ্য প্রায়, নানা ধ্বজ পতাকায়
চারিদিক আছে সমাবৃত,
একাকী নির্ভীক মনে, কুমার পশিল রণে
কুরু-পক্ষ হইল স্তম্ভিত।

লক্ষ্মণের প্রতি অভিমন্যু।

কেন তুমি এলে রণে ভাই রে লক্ষ্মণ?
আমাদের ক্রীড়া ভূমি নহে এ প্রাঙ্গণ।
পিতার দুলাল তুমি, আদরে পালিত,
সুখের শয়নে শত সম্ভোগে বর্দ্ধিত;

এ ভীষণ রণক্ষেত্র সাজে কি তোমায়,
সাজে কি ও অঙ্গে ক্ষত শাণিত বর্ষায় ?
কেন ভাই এ বিপ্লব ? কেন দুর্য্যোধন
হইলেন আত্মঘাতী পাষাণ এমন ?
বিপুলা পৃথিবী, মোরা ক্ষীণজীবী নয় ;
বিপুল কৌরব রাজ্য, কেন পরস্পর
কৌরব পাণ্ডব দোহে বাধিল এ রণ
নিষ্ক্রিয় হইতেছে নিখিল ভুবন ?
এ বিস্তীর্ণ পিতৃ রাজ্যে, দুদিনের তরে
হ'ল না তাদের স্থান ধরণী ভিতরে ?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার
তুমি ভানুমতী পুত্র, আমি সুভদ্রার।
এক ক্ষুদ্র আস্তরণে গলাগলি করি
থাকিব আমরা দোহে বৈরিতা পাশরি।
অমায়িক সেই ভাব দেখিবে সংসার,
যাও ভাই যাও ফিরি শিবিরে তোমার।

মনশ্চাঞ্চল্য।

কেন আজ অকারণ, সচঞ্চল হ'ল মন ?
কি রতন হারা'য়েছি যেন,
কিম্বা কোন পাপাচারে, কলুষিত আপনারে
করিয়াছি, মনে লয় হেন।

হৃদয় ফাটিয়া যায়, তবু তো ফাটেনা হায়
দুনয়নে বিন্দু দুই জল,
বাষ্পে কণ্ঠ বিকলিত, প্রাণ ভীত, বিকম্পিত,
শঙ্কা, ভয়ে, হয়েছে বিভল।
নিরাশায় অন্ধকারে, অশান্তির পারাবারে
ডুবিলাম কেন অকস্মাত্ ?
কেন আজ মনে হয়, যেন এ ভুবনময়
হইতেছে অশনি- সম্পাত্ ?
প্রাণ হ'তে প্রিয় যারে, ভাবিয়াছি এ সংসারে,
বুকে তারে রেখেছি যতনে,
কে যেন তাহারে হায়, কাড়িয়া লইয়া যায় !
কেঁদে প্রাণ উঠিছে সঘনে।
চারিদিকে অন্ধকার, বিশ্বময় হাহাকার
কেন আজ উঠিয়াছে হেন,
কেঁদে কেঁদে হ'ল প্রাণ সমাকুল ম্রিয়মাণ ;
কি রতন হারা'য়েছি যেন।

বিরহ-বিধুরা উত্তরা।

প্রাণাধিক প্রিয়তম, প্রেমের আধার,
এ হৃদয় পূর্ণ করি ছিল সে আমার।
শুধু এ হৃদয় নয় ; সংসারে সকল,
তাহারি প্রভাবে যেন ছিল সমুজ্জল।

চারিদিকে চরাচর তারি সুষমায়,
নয়নের স্নিগ্ধকর ছিল এ ধরায়।
অন্তরের অন্তঃপুর থাকিত কেমন,
সে চাঁদের চন্দ্রাতপে দীপ্ত সুশোভন।
আরো কত কি যে ছিল সমৃদ্ধি তাহার,
হৃদয়-রঞ্জন গুণ শকতি-সম্ভার।
সকলি নিমেষে আজ পেয়েছে বিলয়,
সে গিয়াছে, এ সংসারে ঘটেছে প্রলয়।

বন্ধু-বিরহ।

প্রাণের পুতলি সম, জীবনের প্রিয়তম
এ জগতে ছিল একজন,
জানি না কোথায় তারে, তমোময় অন্ধকারে
আইলাম দিয়া বিসর্জ্জন।
দেখিতে দেখিতে হায়, সে মাধুরী এ ধরায়
চিরতরে পাইল বিলয়,
মুষ্টিমেয় ভস্মে, তার পরিণত সুকুমার
স্নিগ্ধ দেহ সুষমা-নিচয়।
অনিন্দ্য মুরতি ধরি, এ হৃদয় পূর্ণ করি
'দিবানিশি ছিল সে আমার,
সহসা কে যেন হা রে, ডাকিয়া লইল তারে;
জাগি দেখি শূন্য এ আধার!

চমকি উঠিল প্রাণ শোকতপ্ত ম্রিয়মাণ ;
মরমের বহিল উচ্ছ্বাস,—
নয়নে ঝরিল নীর, এ হৃদয় সমধীর
চারিদিক দেখিল নিরাশ।
ঊর্দ্ধে নীল নভস্তল, অন্তঃহীন নিরমল,
অধোদেশে ধরিত্রী সুন্দরী,
চারিদিকে চরাচর, প্রাণারাম স্নিগ্ধকর,
অচেতন বিটপী বল্লরী ;
সকলেই সমতানে, নীরবে আমার প্রাণে
এই ভাব দিল জাগাইয়া,
"যে গিয়াছে আর তারে, এ জীবনে এ সংসারে
তিলতরে পা'বেনা খুঁজিয়া।"
বিহগ কাকলী করে, কম-কণ্ঠে সুধা ঝরে
গাহিয়া গাহিয়া উড়ে যায় ,
"হাসিল কাঁদিল গেল, আর কেন ? ভুলে, ফেল
সে যে আর চাহে না তোমায়।
নীরব নিশীথে প্রাণ, হয় যবে ম্রিয়মাণ,
ব্যথায় ব্যথিত সমাকুল,
বায়ু এসে সন্‌সন্‌, করে তারে অন্বেষণ,
নদী কাঁদে করি কুলকুল।
আকুল সে নৈশ বায়, কাঁদিয়া চলিয়া যায়,
কোথা যায় নাহি ফিরে আসে,
বুঝি রে তাহারি তরে, খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে,
সংসারের অশান্তি-নিবাসে।

এ দিকে আমার মন, তারি তরে উচাটন,
হ'য়ে গেল এ পান্থ শালায়,
কোথা হ'তে এসেছিল, কে তারে ডাকিয়া নিল
এ রহস্য কে বুঝিবে হায় !
তিলেক ছাড়িয়া যারে অবস্থান এ সংসারে,
অসম্ভব করিনু চিন্তন,
দেখিতে দেখিতে কত, দিন বর্ষ হ'ল গত,
হ'য়ে গেল অসাধ্য-সাধন।
ভেঙ্গে গেছে এ হৃদয়, তবু যেন মনে হয়,
বেঁচে আছি তাহারি লাগিয়া,
চিদাসনে চিরদিন, দেখি তাঁরে সমাসীন
এ জীবন যাইব কাটিয়া।

শৈব্যা।

কত প্রেম পবিত্রতা লইয়া তোমার
গড়িলেন বিধি অই অঙ্গ সুকুমার ?
হৃদয়ে তোমার কত পুণ্য-প্রস্রবণ
নিশিদিন শান্তি-নীর করে বরিষণ ?
তুমি সতী পতিব্রতা, তাই গো এমন
কঠোর সঙ্কল্প এক করিলে সাধন।
স্বার্থের কলুষে পূর্ণ নিখিল সংসার
আত্ম-সুখ-অন্বেষণ উদ্দেশ্য সবার।

নিঃস্বার্থ-হৃদয়-দান তোমার মতন
দেখি নাই পুণ্যব্রতে করিতে কখন।
পতিগত-প্রাণা যারা, পতির মঙ্গল
তোমারি আদর্শে যেন সাধে অবিরল।
পাপ-প্রলোভনে পতি হ'লে বিচলিত
যতনে সদ্‌গতি তার করুক বিহিত।
ধর্ম্মার্থে দেখাক্ প্রাণ করি বিসর্জ্জন
ভারতে রমণী-ধর্ম্ম পবিত্র যেমন।

আলোক।

পরশে তোমার, জীব হয় সঞ্জীবিত,
দরশে পরাণ হয় পুলকে পূরিত।
কোন্ এক দিব্য লোকে বসতি তোমার,
অবতরি ক্ষণতরে উজল সংসার।
তুমি জ্যোতি কোন এক পরম জ্যোতির?
কোথা হ'তে এস হেথা নাশিতে তিমির?
জগতের অন্ধকার করিলে বিদূর,
রয়েছে অন্তরে দেখ অন্ধকারপুর।
হেথা কি পশিতে তব নাই অধিকার?
চিরকাল এ কন্দর থাকিবে আঁধার?
বল তবে সে আলোক পাইব কোথায়,
উজল হইবে প্রাণ পরশি যাহায়?

অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয়,
হ'ল সে আঁধারে থাকি জীবন সংশয়।
হে আলোক! একবার কর প্রদর্শন,
কোথা সে আলোক-ধাম জ্যোতি-প্রস্রবণ?

আঁধার।

তিমির, হৃদয়ে করে ভীতির সঞ্চার,
আগমনে অমঙ্গল আশঙ্কা বাড়ায়
কত যেন বিভীষিকা অন্তরে তাহার
ব্যাদান করিছে মুখ রক্ত-পিপাসায়।

এক (ই) নিশি শুক্লে হয় মধুরা যামিনী
কৃষ্ণে ভীমা কেন এত তামসিনী ঘোর?
এক (ই) নীর, স্বস্থ যবে, জুড়ায় মেদিনী,
উত্তাপ অভাবে হয় হিমানী কঠোর।

জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ধরা কত স্নিগ্ধকর!
তিমিরে পৃথিবী রহে বিষাদে মগন,
রহিয়াছে কেন এই ভেদ পরস্পর
আলো আর অন্ধকারে, জন্মের মতন?

আলোকে অতলে ডুবা সম্ভাবিত নয়,
গোষ্পদেও অন্ধকারে ডুবে কত জন,
প্রত্যক্ষ বিপদে এত কাতর কে হয়,
অদৃষ্ট ঘটনা-পাতে ব্যথিত যেমন?

মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার ;
জ্ঞানালোকে নাহি যদি হয় অগ্রসর,
অবিদ্যার কূট চক্রে পড়ি বারম্বার,
সুদীর্ঘ জীবনে দুখ পায় কত নর।

সন্ধ্যা-বর্ণন।

তিমির বসন পরি আসিতেছে বিভাবরী
দিনমণি এই অস্ত যায়,
পশ্চিম গগন' পরে, রাঙ্গা মেঘ থরে থরে
কি সুন্দর দেখা দিল হায় !
স্তিমিত নয়ন তুলি, নীলাকাশে তারা গুলি
অই দেখ উঁকি ঝুঁকি মারে,
বিহগ মধুর গেয়ে চলিয়াছে ধেয়ে ধেয়ে
নিজ নিজ কুলায় মাঝারে।
বৎস সনে গাভী সব, করি হাম্বা হাম্বা রব
দ্রুত-গতি গেহ পানে ধায়,
রাখাল পশ্চাতে তার, সুকণ্ঠে অমিয়া-ধার
ঢালিতেছে অজস্র ধারায়।
সবে শ্রম তেয়াগিয়া, পুলকে পূরিত হিয়া
চলিয়াছে নিজ নিজ ঘরে,
আত্মীয় বান্ধব হারা শুধু নিরাশ্রয় যারা,
এখন তাদেরি অশ্রু ঝরে।
জীবনের দিনমান, হ'ল প্রায় অবসান,
আমি একা পড়িয়া হেথায় ?

ছিল যারা আপনার, চলে গেল যে যাহার
ফেলি মোরে এ দীর্ঘ-পন্থায়।
কোথায় নিবাস মোর? আগত তামসী ঘোর
কোথা আমি করিব যাপন?
অলসে কাটায়ে দিন, পাপ-তাপে বিমলিন
করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
কত কাজ ছিল হায়, সাধিবার এ ধরায়,
কিছু মোর হয় নি সাধন,
হে রজনী দয়াময়ী, তিলেক বিলম্ব সই
কর তুমি আমার কারণ।

সূর্য্যমুখী।

গরবিণি! থাক তুমি গরবে বিভোর
এমনি অচ্ছেদ্য তব থাক্ প্রেমডোর।
কোথায় গগনে রাজে সহস্র-কিরণ
কোথায় ধরণী মাঝে তোমার জনন!
তিলেক দরশে তার হও আত্মহারা
কিরণ পরশে ফুল্ল প্রেমে মাতোয়ারা;
সারাটী জীবন শুধু তাহারি লাগিয়া
ফুটে থাক নিরজনে নিজে পাশরিয়া;
ধীরে ধীরে সে যখন তিমিরে লুকায়
জনমের সাধ তব তারি সাথে যায়।

সারাদিন অই মুখ দেখিয়া তোমার
মিটে না কি হৃদয়ের আশা দুর্ণিবার ?
তাহারি লাগিয়া বুঝি তোমার জীবন
জগতে অপর কিছু নাই আকিঞ্চন।
সখি রে সংসার পথে এমনি আমার
হয় না কেন লো শুভ প্রেমের সঞ্চার ?
লক্ষ্য-হীন দিশাহারা অজ্ঞাত পন্থায়
জানি না মুগধ প্রাণে ছুটেছে কোথায়।
কোথায় সে ধ্রুবতারা, কোথায় আমার
প্রাণের ঈশ্বর পূর্ণ প্রেম-অবতার।
বড়ই বাসনা মোর তোমারি মতন
পূজিতে তাঁহারে হ'য়ে একতান-মন।
শোকে দুঃখে তারি মুখ করি বিলোকন
ইচ্ছা হয় পাশরিতে সংসার বন্ধন।
বল সখি একবার ব'ল না আমায়
এত প্রেম দয়া করি কে দিল তোমায়।

প্রতিদান।

"স্বার্থ, সুখ, ধন, জন, দিয়া সব বিসর্জ্জন,
করিলাম পর-উপকার,
আমার প্রসাদে যারা, উপকৃত হ'ল, তারা
চিরদাস থাকিবে আমার।"

পরহিত-পরায়ণ, একদিন একজন,
খ্যাতনামা ধার্ম্মিক-প্রবর,
এইরূপে নিরজনে, ভাবিলেন মনে মনে,
"আমি আজ ধরণী ঈশ্বর।"

তখনি তপন এসে, জিজ্ঞাসিল হেসে হেসে,
"ষোল আনা করিলে আদায়,
আমি যে কিরণ দেই, তাহার হিসাব নেই,
আসিয়াছি, কর হে বিদায়।"

আকাশে গরজি ঘন, ডাকিয়া কহিল ঘন,
"মহাশয়! শোন একবার
পান করি সদা যায়, তৃপ্ত থাক পিপাসায়,
দেখো, তারে ভুলনা এবার।"

গিরি, নদী, ফুল, ফল, ক্ষিতি, তেজ, অন্ন, জল,
কোথা হ'তে ছুটিয়া আসিল;
প্রতিদানে প্রাপ্য যাহা, সবে মিলি আজি তাহা,
সকলেই চাহিয়া বসিল।

ক্ষণিক চিন্তার পর, উত্তরে ধার্ম্মিকবর,
"অচেতন তোমরা সকল,
তোমাদের যত দান অদৃষ্টের অনুষ্ঠান;
সে দানের নাহি কোন ফল।

জ্ঞান কৃত উপকার, করিয়াছি, তাই তার,
চাহিতেছি কিছু প্রতিদান,
শুধু উপকৃত যারা, সতত আমার তারা,
পরিতুষ্টি করুক বিধান।"

শুনি সবে দুখভরে, গেল ফিরি নিজ ঘরে,
অভিমানে ব্যথিত কাতর,
আইলেন সমীরণ, প্রলয়েতে প্রভঞ্জন,
পাইলেন এক(ই) অনাদর।

কোপেতে প্রলয় যার, এত অবহেলা তার,
প্রাণে হায় সহে কি কখন?
দুষ্কৃতের দেহাগার, পরিহরি, আপনার
ইচ্ছামত করিল গমন।

রুদ্ধ-শ্বাস হয়ে নর, হ'ল হিম-কলেবর;
ফুরাইল যত অহঙ্কার,
উপকৃত ছিল যারা, নিকটে আসিয়া তারা,
প্রতিদান দিল অশ্রুধার।

ক্ষমা।

তুমি দেবি! মনোরমা বিরাম-দায়িনী,
অনুতপ্ত হৃদয়ের শান্তি-বিধায়িনী।

তুমি জান এ জগতে মানব-জীবন,
সঘন-পতন-শীল দুর্ব্বল কেমন!
তুমি জান পাপ-জন্য আত্ম-গ্লানি হায়!
বড়ই কঠোর শাস্তি পাপীর ধরায়।
ধীরে ধীরে দীনবেশে সন্তাপী যখন
ফিরে আসে প্রাণে লয়ে যাতনা-দহন,
তুমি দেবি! স্নেহময় আলিঙ্গনে তার
ঢেলে দেও হৃদয়েতে পীযূষের ধার।

আশা।

ভগন-হৃদয়ে আশা জীবন-দায়িনী,
এ সংসার মরুভূমে পূত-মন্দাকিনী।
মর্ম্মন্তুদ যাতনায় ব্যথিত যে জন,
করিতেছে অনুদিন অশ্রু-বিমোচন;
নিরাশায় এ সংসার দেখি শূন্যময়,
আপনায় নিতান্তই ভাবে নিরাশ্রয়;
দারিদ্র্যের প্রপীড়নে, সংসার-সন্তাপে
আকুল যে জন কাঁদে করুণ বিলাপে;
দীনহীন যেই জন পথের ভিখারী,
আলয়-বিহীন বনে কানন-বিহারী,
শতদুখে জ্বলে হৃদে শ্মশান যাহার,
আশাই শান্তির হেতু, সান্ত্বনা তাহার।

কখনো দেখিলে কারো নয়নের জল
পাগলিনী হয়ে যায় শোকেতে বিভল !
অমনি অঞ্চলে দেয় মুছা'য়ে নয়ন,
ভবিষ্যত কাছে আনি দেখায় স্বপন।
ছিল যে ভিখারী তারে করে রাজ্যেশ্বর,
পায় সুখ, ছিল যারা ব্যথিত কাতর।
অসম্ভব কত কিছু করে সম্পাদন,
ধন্য তোর কুহকনি ! কুহক এমন।

চৈতন্য ।

নশ্বর জীবনে হায়, যেই জন বসুধায়
অকাতরে করি প্রাণপণ,
আপনার সুখ ভুলি, হৃদয়-ভাণ্ডার খুলি
করে সবে প্রেম বিতরণ ;
পরহিতে নিজ প্রাণ করে সদা বলিদান,
আত্ম, পর না রহে বিচার
ধন্য সেই মহাভাগ ; মিছা আর যজ্ঞ যাগ
দান ধর্ম্মে কি কাজ তাহার ?
হৃদয় বৈকুণ্ঠ তার অমিয়ার পারাবার ;
এ সংসার নন্দন-কানন ;
জীবের মঙ্গল তরে, সে সদা জীবন ধরে ;
পর সুখে ভুলে সে আপন।

পরের নয়ন জল　　　　ঢেলে দেয় হলাহল
সে যোগীর কোমল হিয়ায় ;
নিখিল সংসারে তার,　　　　সমুদয় আপনার
পর-দুখে তাই ব্যথা পায়।
সঙ্কীর্ণ হৃদয় যার,　　　　গুটী কত আপনার
বাছি লয় সুহৃদ্ স্বজন,
সংসারে তাদেরি তরে　　　　ঘুরে ঘুরে কেঁদে মরে,
হয়ে থাকে মোহে অচেতন।
তার মাঝে যদি হায়,　　　　একজন চলি যায়
কেটে যায় প্রেমের বন্ধন,
অপূর্ণ হৃদয়ে তার　　　　উঠে শুষ্ক হাহাকার,
দেখে বিশ্ব বিষাদে মগন !
বিশ্বপ্রেমে যেই জন　　　　হ'য়ে আছে নিমগন
কেবা আত্ম কেবা তার পর
একের অভাবে কত　　　　প্রেমদানে শত শত
জীবকুল হয় অগ্রসর।
প্রেম তার বিশ্বময়,　　　　ফুল হাসে, কথা কয় ;
পাখী গান করে তারি তরে,
নদী করে কুলকুল ;　　　　অগণন জীবকুল
স্নেহে তারে প্রণয় বিতরে।
অনন্ত এ চরাচর　　　　বিশ্বময় নারী নর
কাছে তার বদ্ধ এক পাশে,
ধন্য সে পবিত্র প্রাণ,　　　　যিনি সুখে আত্মদান
করিলেন এ পান্থ-নিবাসে।

অগ্নিকণা।

যে অনল কণা আজ হ'য়ে উপেক্ষিত
আবর্জ্জনা-স্তূপে তৃণে আছে আচ্ছাদিত,
একদিন হবে তার অবশ্য বিকাশ
তেজঃপুঞ্জে চারিদিক করিবে প্রকাশ!
সত্য যাহা, সঙ্গোপনে কিছুতে না রয়,
অমিত-বিক্রমে যেন প্রকাশিত হয়।
বসনে আবৃত করি রাখিলে অনল,
ভস্মীভূত করি বস্ত্র হয় সমুজ্জ্বল।

বুদ্ধের পুত্র-দীক্ষা।

আসিলে নিকটে যদি প্রাণের কুমার
কি দিব তোমায় আজ স্নেহ উপহার?
উদাসীন দেশে দেশে ফিরি নিরন্তর,
হইয়াছি পাণিপাত্র পূর্ণ দিগম্বর।
ধন জন এ সংসারে জন্মের মতন
আসিয়াছি দিয়া আমি চিরবিসর্জ্জন।
আপনি বিরাগী আমি বাছারে আমার
অনুরাগ প্রকাশিব কি দিয়ে আবার?
একদিন ছিল বৎস তোমার মতন
আমারো সংসারে কত বিলাস সাধন।

সংসারে বন্ধন হেতু জনক আমার
করিল উদ্যোগ কত বিবিধ প্রকার।
আমি কিন্তু আজ তোমা করি মুক্তিদান
দীক্ষামত কর নিজ কর্ত্তব্য-বিধান।
মুণ্ডিত মস্তকে পর কৌপিন-অম্বর
নাসায় শোভিত হৌক তিলক সুন্দর।
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখি সাজ একবার,
সংসারে সন্ন্যাসী আজ তনয় আমার।

নির্ঝর।

নির্জ্জন গহন বনে কুলু কুলু কুলু স্বনে
প্রবাহিত নির্ঝর সুন্দর,
নির্ম্মল, পবিত্র তার সুবিমল বারিধার,
সুধা হ'তে পরিতৃপ্তিকর।
সে স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ নীরে, অবতরি ধীরে ধীরে
অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
অসংখ্য তারকাময় প্রতিভাত হয়ে র'য়
নীলজলে নীল নভস্তল।
নির্ঝরের ক্ষুদ্র প্রাণে, শান্তিময় পুণ্যস্থানে,
—কে বলিবে এ কেমন রীতি,
দেখিলাম মনোহর প্রাণারাম স্নিগ্ধকর
জগতের পূর্ণ প্রতিকৃতি।

চারিদিকে প্রভঞ্জন মহাবল বিভীষণ
করে যবে কম্পিত ভুবন,
তখনো নির্ঝর নীর নাহি হয় সমধীর
অচঞ্চল থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সাধুর হৃদয়-ছবি, আঁকিলেন কোন কবি
বনে বনে ঝরণার জলে,
পুণ্যময় প্রাণে যার অবিরত এ সংসার
প্রতিভাত হয় জ্ঞানবলে?
সাধুর হৃদয়ে কত বাসনা উচ্ছাস শত
প্রভঞ্জন রূপে সদা বয়,
নীরব নির্ঝর প্রায়, কিছুতে না বসুধায়
বিচলিত হয় সে হৃদয়।

কর্ম্মদেবী।

ক্ষণস্থায়ী এ জীবন, দায়িত্ব মহান.
যাও বৎস দেশহিতে কর তাহা দান।
আশৈশব যে ভূমির পেয়ে অন্নজল
হইলে বর্দ্ধিত-তনু মহাভুজবল;
লীলাময় ক্রোড়ে যার করি কেলি কত
জীবনের প্রথমাংশ যাপিলে নিয়ত;
বনে বনে, ফুলে, ফলে, ছিলহে যাহার
এত যত্ন, এত স্নেহ, আদর তোমার;

বিহগ কাকলী যার ছিল মধুময়,
জুড়াইত গন্ধবহ সন্তপ্ত হৃদয় ;
রঞ্জিত রবির করে যে সুন্দর ধাম
রাজিত নয়নে তব কত অভিরাম ;
নবীন-নীরদ-নীরে সিক্ত উপবন
দেখি যার, হ'তে কত পুলকে মগন ;
সে দেশ, সে পিতৃরাজ্য হইবে তোমার
যবনের করায়ত্ত, পুতুল খেলার !
পর-পদ-বিদলিত হইবে সকল
আদরের প্রতিবেশী সুহৃদ্ মণ্ডল !
যাও, তব জন্মভূমি হইল শ্মশান,
কর তার রক্ষা-হেতু আত্ম-বলিদান।

কমলাবতী।

ঘুমাও পতির পাশে অনন্ত শয়নে ;
সাধি ধর্ম্ম আপনার
গেলে চলি ভব পার,
থাক তথা সুখে দোহে শান্তি নিকেতনে,
পতিব্রতা তুমি সতি !
বীরনারী বীর্য্যবতী ;
এ বেশ তোমারি সাজে মরত ভুবনে,
ঘুমাও চিতার কোলে প্রণয়ীর সনে।

কর্ণাবতী।

পাইব কি সহোদরা তোমার মতন
নিখিল ভারত-ভূম করি অন্বেষণ ?
ভ্রাতৃ রক্তে করে নিজ দেশের উদ্ধার
এ দেশে রমণী হেন আছে কি গো আর ?
এস দেবি ! ঘরে ঘরে কর প্রবর্ত্তন
ভারতে ভগিনী-ব্রত ধর্ম্ম-সনাতন।

স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য।

সুধীর গামিনী ক্ষীণা স্রোতস্বিনী
যেথানে গভীরা যত,
সেথানে তাহার স্রোত দুর্নিবার
বহে মৃদু মন্দ তত।
জ্ঞান পারাবার যেমন যাহার
গভীর হৃদয় মাঝে,
শান্তি গভীরতা অবিচলিততা
তেমনি সে হৃদে রাজে।

সংসর্গ।

নির্ম্মল স্ফটিকে যথা লোহিতের রক্তিমতা
কাছে থাকি প্রতিভাত হয়,

নির্ম্মল হৃদয় যার দূষিত সংসর্গে, তার
হয় তথা পঙ্কিল হৃদয়।
সংসর্গে থাকিবে যার, গুণ গুলি লয়ে তার,
কর-নিজ উৎকর্ষ বিধান;
সুদিনে দেখিবে তবে হইয়াছ তুমি ভবে
পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহান্।
মধুপ অলির মত ফুলে ফুলে অবিরত
কর সদা মধু আহরণ,
মন্দ যাও অবহেলে আপন পশ্চাতে ফেলে,
হবে যদি কৃতী মহাজন।

সহমরণ।

নহে এ কাহিনী, মিথ্যা প্রবাদ-কথন,
কল্পনায় অনুভূত অলীক স্বপন।
সত্যই এ দেশ ছিল প্রেমের শ্মশান,
পতিপ্রেমে কত নারী হারাইত প্রাণ।
জ্বলন্ত অনল হ'তে বিচ্ছেদ দহন
এদেরে অধিকতর দিত জ্বালাতন।
ভাবিত ইহারা, তরু হ'লে নিপতিত
আশ্রিতা লতিকা হয় ছিন্ন, বিদলিত।
তাই হ'ল এ বিধান,—দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
জ্বলন্ত চিতার কোলে জীবমান নর!

দেখ সেই সৌম্যমূর্ত্তি—নয়নে কাজল,
ললাটে সিন্দুর বিন্দু সুন্দর উজ্জ্বল,
বিমুক্ত অলক-দামে আবৃত বদন,
স্থৈর্য্য-বিষাদের এক অপূর্ব্ব মিলন!
করে যুক্ত, তিল পুষ্পে রচিত অঞ্জলী,
অই দেখ ললনার ফুরাল সকলি!
এ নহে কাহিনী, সত্য ঘটনা নিচয়,
প্রেমের পবিত্র তীর্থ ললনা-হৃদয়।

মাধবী-লতা।

একদিন প্রভঞ্জনে, পুষ্পিতা লতিকাসনে,
সহকার পড়িল ঢলিয়া,
আশ্রিতা মাধবী তার, না পেয়ে আশ্রয় আর,
ভূমিতলে কাঁদিল লুটিয়া।
দেখে পান্থ একজন, ঈষত্ দুঃখিত মন,
ডেকে কয় সেই লতিকারে—
"কেন সখি বৃথা আর, ফেলিছ নয়ন-ধার?
এই রীতি চলেছে সংসারে;
আপনার দেহভার, বয় সদা অন্যে যার,
সুখ তার বড়ই বিরল;
দুঃখে সে কাটায় দিন, নিশিদিন শান্তিহীন,
অবিরাম ফেলে অশ্রুজল।

আপন শকতি বলে, আপনি যে জন চলে,
হয়নাকো পতন তাহার,
যদিবা পড়িয়া যায়, কোন দিন এ ধরায়,
আশ্রয় সে লয় আপনার।
সম্পদে বিপদে তার, আপন শকতি সার,
পরমুখ না চায় কখন,
জানে সে আপন পায়, দাঁড়াইতে বসুধায়,
তাই তার সুখের জীবন।

সরোজিনী।

মিবারের পুণ্যময় মানস সাগর,
ফুটিল যথায় এক সরোজ সুন্দর।
গুণ গর্ব্বে গরীয়সী, সতী-শিরোমণি,
মূর্ত্তিময়ী ভালবাসা সুষমার খনি ;
রাজপুতানার এক অমূল্য রতন
ভারতে আদর্শ নারী, রমণী-ভূষণ ;
খিলিজির পাপ স্পর্শ এড়াইতে তার
শ্মশান হইল এক শান্তি-পারাবার।
পতি-গত-প্রাণা হেন কে কবে কোথায়
বিসর্জ্জিতে নিজ প্রাণ দেখেছে ধরায় ?
পুণ্য-ভূমি এ ভারত হয়েছে শ্মশান ?
ছিল সেও একদিন গরবের স্থান !

চাতক।

নিদাঘে বিশুষ্ক-কণ্ঠে নেহারি নীরদ-নীরে
সুসজ্জিত গগন-প্রাঙ্গন,
চাতক ডাকিতেছিল 'দে জল' 'দে জল' বলি
প্রেমে পূর্ণ পুলকিত মন ;
সকাতরে ঊর্দ্ধমুখে, চাহিল যখন পাখী,
হল শিরে কুলিশ সম্পাত,
প্রণয়ের বিনিময়ে, বুকে লয়ে বজ্রানল
সহসা সে হ'ল ভূমিসাৎ।
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সংসারের জ্বালাময় ;
মিলন বিচ্ছেদ সম তায়,
আশায় নৈরাশ্য ; হর্ষে বিষাদ ; প্রণয়ী কত,
এ প্রণয়ে জীবন হারায়।

বাসনা।

বাসনা লো, কত উচ্চে অচল শিখরে
চলিলে আমায় নিয়ে নির্জ্জন কন্দরে ?
নীরব, নিস্পন্দ এই বিচিত্র ভূধর,
কুল কুল বহে শুধু আশার নির্ঝর ;
মৃদু মন্দ সে নিনাদে, আকুলিত প্রাণ
আপনি গাহিয়া উঠে হৃদয়ের গান।

এখানের ঝিল্লি সব দিতেছে ঝঙ্কার
উৎসাহ-পূরিত কণ্ঠে, সঙ্গে আমার।
হেথায় বহিছে মৃদু মলয় পবন
শান্তির সন্দেশ শিরে করিয়া বহন।
কুহু কুহু পিক-কুল গাহিয়া বেড়ায়,
"বিরাজিত থাকে চির বসন্ত হেথায়।"
তিলেক তিষ্ঠিলে হেথা যেন মনে হয়,
করিতে পারিব আমি ভুবন-বিজয়।
দীনহীন ভিখারী যে কহলো বাসনা
নহে কি এ আশা তার শুধু বিড়ম্বনা।

সাহস ও ভীরুতা।

বিপদ-সম্পাত ভয়ে ভীরু, প্রকম্পিত নয়,
আনে নিজে বিপদ ডাকিয়া ;
সাহস হৃদয়ে যার, শত বাধা বিঘ্ন তার,
পড়ে দূরে আপনি সরিয়া।
বরাহ দেখিয়া দূরে আক্রমণে পরাঙ্মুখ,
প্রাণভয়ে যে দূরে পলায়,
আহত সে হিংস্র জীব সংহারিতে প্রাণ তার
সত্বর পশ্চাতে ধেয়ে যায়।

কলঙ্ক।

কি আর রহিল বাকী ? গিয়াছে সকল,
নিন্দুক, ঢালিলে প্রাণে তীব্র হলাহল।
যা ছিল, সকলি গেল জন্মের মতন,
করিলে চরিত্রে চির-কলঙ্ক-লেপন !
হইলে তো পূর্ণকাম ? অথবা তোমার
কৃতার্থতা হইল তো ক্ষিপ্র-রসনার ?
অলক্ষিতে করেছিলে যে শর-সন্ধান,
এই দেখ বিদারিত করেছে পরাণ।
কি এমন করিলাম অনিষ্ট-সাধন,
চির-কলঙ্কিত মোর করিলে জীবন ?
ছিল যদি অপরাধ, তীব্র-গঞ্জনায়
পারিলে না একবার শুধিতে আমায় ?
অনর্থ জ্বালিলে প্রাণে যাতনা-দহন,
নৃশংস এ জীব-হত্যা করিলে সাধন ?
কাড়িয়া লইলে ছিল যা কিছু আমার,
আমি আজ আত্মহারা চরণে তোমার !
সৌরভ গৌরব যার, ফুরালে সে ধন
কি নিয়ে প্রসূন করে জীবন-ধারণ ?
অনাদরে, উপেক্ষায় হইয়া কাতর
হয় ফুল ছিন্নপত্র ধূলায় ধূসর।
জীবন কাড়িয়া নিলে, কি রাখিলে আর ?
এই দেখ জ্বলে প্রাণে সহস্র অঙ্গার।

হয় তো করিলে যবে অযশ কীর্ত্তন
জানিতে না সর্ব্বনাশ ঘটিবে এমন ;
জানিতে না অসতর্কে একটী কথায়
জ্বলিবে এ হৃদে বহ্নি জ্বলন্ত শিখায়!
আমারো সংসারে কত তোমার মতন
সুখ সম্ভোগের হেতু ছিল অগণন!
আমারো হৃদয়ে ছিল বাসনা, উল্লাস,
আমারো হৃদয়ে কত বহিত উচ্ছ্বাস।
গেল যদি সব, জ্বাল বিষম-দহন
দিব তাহে আপনায় চির বিসর্জ্জন।

নিন্দুক।

আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখি অনুক্ষণ
সাবধানে কর নিজ রসনা শাসন।
নিন্দুক আপনি সুখ না পায় ধরায়,
অনর্থক দেয় ব্যথা পরের হিয়ায়।
অবিশ্বাস করে তারে দেখি সর্ব্বজন
নিজে হয় অবিশ্বাসী পাপী একজন।
অসতর্কে পর-অস্ত্র করিয়া পাতন
অনুতাপে হুতাশনে বিসর্জ্জে জীবন।

সংসার-সঙ্কট।

সুখ দুঃখ সংসারের নিয়তি অলঙ্ঘনীয় ;
সম্পদ বিপদ সমুদয়
পরস্পর চরাচরে ঘুরিছে চক্রের মত,
কিছু হেথা চিরস্থায়ী নয়।
আশায় বাঁধিয়া বুক দুর্জ্জয় সাহাসে নর
রত হয় সুখ অন্বেষণে,
কোথা হ'তে আসি হায় অনিবার্য্য বিঘ্নরাশি
দহে তারে বিষম-দহনে ;
সুখে, কল্পনায় কত করে নর মনোমত
জীবনের আদর্শ-গঠন,
অদৃশ্যে থাকিয়া তার কে যেন পাষাণ প্রাণে
ভেঙ্গে দেয় সে সুখ-স্বপন ;
ধুলি-ধূসরিত-দেহে কতবার করে মনে,
দাঁড়ায় চরণে করি ভর।
দুর্ব্বলা লতিকা প্রায়, শক্তি-হীন দেহ তার
ভেঙ্গে পড়ে ধরণী উপর।
দূরে দূরে কোন পুরে বাজিছে আশার বীণা,
শুনি তার সুস্বর লহরী,
বিমুগ্ধা হরিণী প্রায় কোথা যায় ছুটি নর
জীবনের আশা পরিহরি।
যাইতে যাইতে হায় সে দীর্ঘ পন্থায় তার
কত হয় উত্থান পতন,

কণ্টক বিদীর্ণ দেহে বহে কত রক্ত-ধারা,
অশ্রু সিক্ত রহে দুনয়ন।
বড়ই বন্ধুর এই জীবনের দীর্ঘ পথ
হয় মুহুঃ স্খলিত-চরণ,
চরণে করিয়া ভর পড়ি, যে উঠিতে পারে,
বীর-শ্রেষ্ঠ সে পুণ্য-জীবন।

পান্নার কৃতজ্ঞতা।

বীর্য্যবতী তুমি নারী; জীবনে তোমার
দেখাইলে কত বল আছে অবলার।
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর স্নেহের নন্দন
'কর্ত্তব্যে'র কুটগ্রাসে দিলে বিসর্জ্জন!
এত প্রেম হৃদে কার আছে গো প্রবল,
আত্ম দানে সাধে সুখে প্রভুর মঙ্গল?
জ্বালাইয়া নিজ প্রাণে কালান্ত দহন
দেশের বিপ্লব-বহ্নি করে নিবারণ?
যাও দেবি! স্বর্গধামে, দেখগে সেথায়
বিরাজে নন্দন তব অমর-শয্যায়।
লয়ে পুষ্প উপহার দেবাঙ্গনা গণ
রয়েছে দ্বারায়ে দ্বার করি উদ্ঘাটন।

দরিদ্রতা।

হে নির্দ্দয়ে! কত আর বলিব তোমায়
নিশিদিন যত ব্যথা দিতেছ হিয়ায়!
বিষদ কণ্টক শত করিয়া বিদ্ধন,
শতধা করেছ হৃদি জন্মের মতন!
বিদ্ধস্ত ভগন-কণ্ঠে উঠে না যে আর
সুদূর গগন-স্পর্শী করুণ চীৎকার।
কেঁদে কেঁদে ফুরাইল নয়নের জল
ঝরেনা বিশুষ্ক অশ্রু, হয়েছি বিকল।
কত আর হে পাষাণি! বলনা আমায়
করিবে চূর্ণিত-বক্ষ অভাব-শিলায়?
আমি ও তো এক জন মানুষ দুর্ব্বল,
আমারো হৃদয়ে হয় বাসনা প্রবল।
আমারো তৃষিত কণ্ঠে রহিয়াছে কত
অতৃপ্ত পিপাসা ঘোর জ্বালা-পরিণত!
চাহি না সম্পদ-সুখ বিভ্রম বিলাস
চাহি না পরাণ-পূর্ণ-পুলক-উচ্ছ্বাস,
চাহি না অপর কিছু, চাহি গো কেবল,
অনশনে মুষ্টি অন্ন, পিপাসায় জল।
মিলিল না তাও বুঝি, হল না আমার
এক বিন্দু স্থান হেথা মাথা রাখিবার।
না হয়, এ ধরা হ'তে লইনু বিদায়
কর তবু আশীর্ব্বাদ চরমে আমায়।

এ দেহ পিঞ্জর ছাড়ি জীবাত্মা যখন
চিরতরে পরলোকে করিবে গমন,
তখনো তোমার এই মূরতি ভীষণ
নেহারি কাতর যেন না হই কখন।

অকাল-মৃত্যু।

দাঁড়াও হে কালান্তক! তিলকাল আর
রাখ প্রাণ সঞ্জীবিত উদ্বুদ্ধ তাহার।
রহিয়াছে কত তার অতৃপ্ত পিপাসা,
অপূর্ণ রয়েছ কত জীবনের আশা!
ঝরিছে নয়ন-ধারা আজিও তাহার,
উথলিত প্রাণে কত শোক-পারাবার
আজীবন অবিচ্ছিন্ন পেয়ে জ্বালাতন
করিবে সে জীবনের অঙ্ক সমাপন?
ছিল ধরা তার তরে সজ্জিত শ্মশান?
হয়েছিল তারি তরে দুঃখের বিধান?
দাঁড়াও হে কালান্তক, অতৃপ্ত হৃদয়
করুক তিলেক তরে শান্তি অভিনয়।

নীরবতা।

মরমে মরমে যার জ্বালাময় হুতাশন
নিশিদিন জ্বলে অবিরত,
প্রাণের উচ্ছ্বাস চাপি, বুকেই রাখিতে হয়,
বাষ্পীভূত অনলের মত;
ভাষার ভাণ্ডার খুলি নাহিক দেখিতে পায়
একটী ও শব্দ মনোরম,
আশ্রয় করিয়া যায় প্রকাশিবে মনোসাধে
অন্তরের যন্ত্রণা বিষম;
ঘন ঘন প্রকম্পনে বিদরিয়া যায় বুক,
ভূকম্পনে ভূধর যেমন;
চারিদিকে অবসাদ, বিষাদ গম্ভীর ঘন
নিশিদিন করে বিলোকন;
নিরাশ্রয় সে পান্থের, জীবনের দীর্ঘ-পথে
আছে এক শান্তির কারণ,
ব্যথিত কাতর হয়ে, উর্দ্ধদিকে আঁখি রাখি
নম্র প্রাণে নীরব ক্রন্দন।
পূত সে নয়ন-ধারা স্বর্গে ত্রিধারার মত
করে তার শান্তি সংবিধান,
দেখে সে অবাক হ'য়ে উর্দ্ধদেশে একজন
প্রাণারাম পুরুষ প্রধান।
সংসার যখন দূরে সত্বর সরিয়া যায়,
মরুমাঝে ফেলিয়া তাহায়,

উত্তপ্ত হৃদয়ে তার দেখি শত অগ্ন্যুৎপাত
দীপ্তিমান সহস্র শিখায় ;
একাকী, তরাসে ভীত দেখে সে চাহিয়া ঊর্দ্ধে
দাঁড়াইয়া আছে একজন
প্রাণের দেবতা তার, দুর্দ্দিনের সুবান্ধব,
শান্তিময় পতিত-পাবন।
কাতর হৃদয়ে দুঃখি করযোড়ে আঁখিনীরে
দেয় তাঁরে নীরবে অঞ্জলী
ভক্তি তার পুষ্পগুচ্ছ, প্রেমস্পর্শে সচন্দন ;
হৃদয়ে নৈবেদ্য রূপে বলি।

রহস্য।

এ জগত কেন সৃষ্টি? কাহার নির্ম্মাণ?
কেন এই সুখ দুঃখ নিয়তি বিধান?
কেন জেগে উঠে প্রাণ শত কামনায়
তিরপিত যদি তাহা না হয় ধরায়?
কেন প্রেম বিচ্ছেদের কণ্টকে জড়িত,
কেন সুধা হলাহলে হ'ল বিমিশ্রিত?
আশায় নিরাশা কেন? হরিষে বিষাদ?
কেন ঘটে পদে পদে এত পরমাদ?
অদৃষ্ট পন্থায় নর হয় অগ্রসর
দিকহারা অন্ধ-প্রায় ভীত সকাতর।

কে বলিবে ফুরাইবে কখন তাহার
জীবন যামিনী ভীমা ঘোর অন্ধকার ?
অথবা কে জ্বেলে দিবে সে দীর্ঘ পন্থায়
দিব্য আলো সমুজ্জ্বল সহস্র শিখায়।

পাণিপথ।

এইখানে—বিবরিতে বিদরে হৃদয়,
ভারতের শেষাঙ্কের হ'ল অভিনয়।
এইখানে কতবার বীর অগণন,
দেশ হিতে নিজ প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
এইখানে সৌভাগ্যের শ্মশান-চিহ্নিত
হয়েছিল ভারতের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত।
এইখানে বীরগণ জন্মের মতন,
করেছিল বীরব্রত শেষ উদ্‌যাপন!